আল কাউলুছ ছাদীদ

القول السديد
في القرأة والتجويد

মূল

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
MAWLANA MD. IMAD UDDIN CHOWDHURY FULTALI

আল কাউলুছ ছাদীদ

মূল
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

অনুবাদ
মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

ফুলতলী পাবলিকেশন

আল কাউলুছ ছাদীদ

মূল
আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

অনুবাদ
মাওলানা মো. ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

প্রকাশক
ফারহান আহমদ চৌধুরী রেদা
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রকাশনায়
ফুলতলী পাবলিকেশন
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি,
জকিগঞ্জ,সিলেট

প্রকাশকাল
৩২তম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০২৪ ইংরেজি
অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বাংলা
জমাদিউস সানী, ১৪৪৬ হিজরী

মূল্য: ৭০.০০ [সত্তর টাকা মাত্র]

Al Qaulus Sadeed By Allamah Saheb Qibla Fultali (R.), Translated By: Maulana Muhammad Imad Uddin Chowdhury Fultali
Published by: Fultali Publication, Fultali Saheb Bari, Zakiganj, Sylhet Bangladesh.
32th Edition: December, 2024, Price : 70.00 (Seventy Taka only)

অনুবাদকের গুজারিশ

'আল কাউলুছ ছাদীদ' তাজবীদ বিষয়ে লিখিত একখানা মূল্যবান কিতাব। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কিরাত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে কিতাবখানা পড়ানো হয়।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম মুরশিদে বরহক আল্লামা ফুলতলী ছাহেব (র.) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় লিখিত 'আল কাউলুছ ছাদীদ' কিতাবখানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলাম। সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যাখ্যা ও নোট দিলাম।

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে পছন্দ করেন ঠিক সেইভাবে যেন আমরা পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারি।

মনে রাখবেন, কেবলমাত্র তাজবীদের কিতাব পড়ে কারী হওয়া যায় না। কিরাত শিক্ষার জন্য সনদপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কারী ছাহেবের কাছে মশ্‌ক করতে হয়।

ইতি
মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী
ফুলতলী ছাহেববাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা তামাম সৃষ্টির পরওয়ারদিগারের, যিনি অবতীর্ণ করেছেন এমন কিতাব যা সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত, মুত্তাকীগণের রাহবার, মুমিনগণের জন্য রহমত। কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যিনি কুরআন শরীফকে যথাযথভাবে হিফাযত করলেন, তারতীলের সাথে পাঠ করলেন এবং কুরআন শরীফের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং এর নির্দেশ মতো আমল করেন। নিশ্চিত এই কুরআন শরীফ গোপন কিতাবে সংরক্ষিত, পাক ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

সালাত ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং পুতঃ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সাহাবাগণ ও তাঁদের পরবর্তী তাবেঈগণের এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা তাদের অনুসারী তাদের উপর।

পুস্তক সংকলনের কারণ

দ্বীনহীন ফকীর মো. আব্দুল লতিফ বিন মুফতী মাওলানা মো. আব্দুল মজিদ ফুলতলী, মুসলমান ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি যে, তাজবীদ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত বহু কিতাব রয়েছে। তাছাড়া তাজবীদ বিষয়ে মূল অবলম্বন 'সরফ' বিষয়টি মাদরাসার সিলেবাসভুক্ত রয়েছে।

তবুও এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানা প্রণয়নের কারণ হলো, মাদরাসা শিক্ষা সমাপনের পর নিজের ধারণামতো আমার কিরাত ছিল সহীহ। উক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নামাযের বড় বড় জামাতে ইমামতি করতাম এবং মাদরাসাসমূহে অন্যান্য বিষয়ের মতো কিরাত বিষয়েও পরীক্ষকের কাজ করতাম।

কুতবুল আউলিয়া মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (আমার পীর ও মুরশিদ (র.) মাঝে মধ্যে আমার ভুল ধরতেন। তিনি আমাকে নসীহত স্বরূপ বলতেন, 'তোমার কিরাতের ভুল সংশোধন কর, না হয় সমস্ত

ইবাদতের মূল নামায নষ্ট হয়ে যাবে।' বদরপুরী ছাহেবের পীড়াপীড়িতে হযরত মাওলানা হাফিয আব্দুর রউফ করমপুরী ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হই। তাঁর কাছে পর্যায়ক্রমে সমস্ত কুরআন শরীফ শুনিয়ে সনদ লাভ করি।

মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (র.) শৈশবকাল হতে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে মক্কা শরীফে অবস্থান করে ইলমে কিরাত শিক্ষা করেন ও কুরআন শরীফ হিফয করেন।

যখন তাঁর খেদমতে প্রথম উপস্থিত হয়ে কিরাত শুনালাম, তখন এমন মারাত্মক ভুল ধরা পড়ে, যে ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্বের কাছে ইলমে কিরাত বিষয়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উস্তাদের নিকট আমার কিরাতের মূল্য কতটুকু হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আব্দুর রউফ (র.)-এর নিকট সমস্ত কুরআন শরীফ শুনানী শেষ করে পুনরায় বদরপুরী (র.)-কে শুনালাম। উল্লেখিত উভয় উস্তাদের সনদ লাভ করার পর মক্কা শরীফের রঈসুল কুররা শায়খ মাওলানা আহমদ হিজাযী (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হই, যিনি মক্কা শরীফের ফকীহ ছিলেন এবং আরব সরকার তাঁকে কারীগণের পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যে কারী ছাহেবের কিরাত শুদ্ধ বলে অনুমোদন করতেন, তাকেই হারাম শরীফে কিরাত পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হতো।

আমি আহমদ হিজাযী (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কুরআন শরীফ শুনাই। তিনি আমাকে সনদ প্রদান করে ওসিয়ত করে বললেন, "এটি একটি আমানত, যে আমানত আমার ইলমে কিরাতের উস্তাদ ও বুযুর্গগণ আমার হাতে রেখেছিলেন, তা তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। যদি এ আমানতের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত খেয়ানত কর, তবে তার পরিণাম ফল তুমিই ভোগ করবে। কারণ আজমে (আরব ছাড়া অন্য দেশে) এখন হরফের উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি বিষয়ে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়েছে।"

মক্কা শরীফ হতে দেশে ফিরে আসার পর বন্ধুগণ আমাকে কিরাত শিক্ষা দান করতে বাধ্য করেন। আল্লাহ তাআলার সাহায্যে তাঁর প্রদত্ত সামর্থ অনুযায়ী কিরাত শিক্ষা দিতে থাকি। তাজবীদের যে কায়দাগুলি আমার স্মরণ ছিল সেইগুলি শিক্ষা দিয়ে বিবিধ কিতাব পাঠ করার জন্য শাগরিদগণকে বলে দিতাম। শিক্ষার্থীগণ যখন বিবিধ কিতাব হতে কায়দা শিখলেন তখন তাদের

পঠিত কায়দাগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য দেখা গেল। অবশেষে এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বাধ্য করা হলো আমার উস্তাদগণ হতে যে কায়দাগুলি শিক্ষা করেছি, তা যেন একটি পুস্তক আকারে সংকলিত করি।

আমার চিন্তার অবসান হলো। মক্কা শরীফের আমার উস্তাদ শায়খুল কুররা আহমদ হিজাযী (র.) হাজীগণের মাধ্যমে তাজবীদ বিষয়ে তাঁর রচিত দুইখানা কিতাব আমার নিকট প্রেরণ করলেন। কিতাব পাঠানোর সময় বলে দিলেন- এ কিতাব দ্বারা যাতে আম মুসলমানগণ উপকৃত হন সে ব্যবস্থা আমি যেন করি।

আমি কিতাব পাঠ করে দেখলাম সহজবোধ্য নয় এমন আরবী ভাষায় তা লিখিত। এদিকে আমাদের দেশের বেশি সংখ্যক লোক আরবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই উর্দু ভাষায় কিতাব খানার কায়দাগুলিকে ব্যাখ্যা করে দিলাম।

মুসলমান ভাইগণের কাছে গুজারিশ, এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানায় যে দোষ-ত্রুটি ধরা পড়বে তা যেন সহৃদয় সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেন।

আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরজু এ কিতাবখানা যেন জনগণকে উপকৃত করে এবং আমার আখেরাতে মুক্তির কারণ হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ফকীর
মো. আব্দুল লতিফ
বিন মাওলানা মুফতী মো. আব্দুল মজিদ
ফুলতলী

তাজবীদ

তাজবীদের সংজ্ঞা

তাজবীদ শব্দের অর্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, যথাযথভাবে সম্পন্ন করা। পারিভাষিক অর্থ, যে বিষয়টিতে হরফসমূহের মাখরাজ, সিফাত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

তাজবীদের বিষয়বস্তু

তাজবীদের বিষয়বস্তু হলো কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ।

তাজবীদের মাকসুদ বা উদ্দেশ্য

তাজবীদের মাকসুদ বা উদ্দেশ্য হলো, হরফের হক আদায় করা (অর্থাৎ হরফকে যথাযথ প্রাপ্য দান করা), কুরআন শরীফের শব্দ ও অক্ষরসমূহ পরস্পর পাশাপাশি আসার ফলে যে সকল কায়দার সৃষ্টি হয়, সেই কায়দাগুলি ঠিকমত আদায় করা। যেমন- মদ, গুন্না, পুর, বারিক ইত্যাদি।

তাজবীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

তাজবীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা হলো, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত অপরাধ থেকে জিহবাকে সংযত রাখা। অর্থাৎ যাতে তিলাওয়াতের সময় প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কোনো কিছু বাদ না পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু সংযুক্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা।

তাজবীদ শিক্ষার ফায়দা

দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভ করা।

তাজবীদের হুকুম

তাজবীদ শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া এবং এ অনুসারে আমল করা সকল সাবালক নর-নারীর উপর ফরযে আইন। (الله ورسوله اعلم)

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করার নিয়ম

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করার ৪টি নিয়ম রয়েছে।

১। فصل كل : আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা ওয়াকফ্ করে আলাদা আলাদাভাবে পাঠ করা।

২। وصل كل : ওয়াকফ্ না করে এক সাথে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা মিলিয়ে পাঠ করা।

৩। وصل الأوّل بالثاني : আউযুবিল্লার সাথে বিসমিল্লাহ মিলিয়ে পাঠ করা এবং সূরা আলাদাভাবে পাঠ করা।

৪। وصل الثاني بالثالث : আউযুবিল্লাহ পড়ে ওয়াকফ্ করা এবং বিসমিল্লাহকে সূরার সাথে মিলিয়ে পাঠ করা।

দুই সূরার মধ্যস্থলে বিসমিল্লাহ পড়ার নিয়ম

দুই সূরার মধ্যস্থলে বিসমিল্লাহ পড়ার তিনটি নিয়ম জায়িয ও একটি নাজায়িয। প্রথম ৩টি হলো-

১. প্রত্যেকটিতে ওয়াকফ করা অর্থাৎ প্রথম সূরার শেষে ওয়াকফ করা, তারপর বিসমিল্লাহ পাঠ করে ওয়াকফ করা, তারপর অন্য সূরা আরম্ভ করা।

২. প্রথম সূরার শেষে ওয়াকফ করা, তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে ওয়াকফ না করে অন্য সূরা পড়া।

৩. প্রত্যেকটি একসাথে মিলিয়ে পড়া। অর্থাৎ প্রথম সূরা শেষ করে ওয়াকফ না করে বিসমিল্লাহ পড়ে ওয়াকফ না করে অন্য সূরা পড়তে আরম্ভ করা।

আর চতুর্থ নিয়ম হলো- প্রথম সূরার সাথে বিসমিল্লাহ মিলিয়ে পাঠ করে ওয়াকফ করা, অতঃপর অন্য সূরা আরম্ভ করা। এ নিয়ম নিষিদ্ধ। কেননা শ্রবণকারী ধারণা করতে পারেন যে বিসমিল্লাহ প্রথম সূরারই অংশ।

আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ প্রসঙ্গে

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করার সময় আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের দুইটি অভিমত রয়েছেঃ

১. ওয়াজিব ২. সুন্নাত

উভয় মত পোষণকারীগণ এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন :

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলেও অভিমত রয়েছে। শেষোক্ত অভিমত অনুযায়ী পাঠ করা হানাফীগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ।

দুই সূরার মধ্যস্থলে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ার হুকুম

দুই সূরার মধ্যস্থলে বিসমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ এক সূরা শেষ করে অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। তবে সূরা বরাতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া অনেকের মতে হারাম। প্রারম্ভ ছাড়া মধ্যস্থলে পাঠ করা মাকরূহ। কারো কারো মতে সূরা বরাতের প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ মাকরূহ, মধ্যস্থলে মুস্তাহাব।

সূরা বরাতের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে রহস্য

বিসমিল্লাহ নিরাপত্তা বিধানকারী; অথচ সূরা বরাতে নিরাপত্তা বিধান করা হয়নি। কেননা উক্ত সূরায় মুশরিকদের উপর তরবারী চালাবার (আক্রমণ করার) নির্দেশ রয়েছে।

হযরত উসমান (রা.) বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বরাত যে আলাদা একটি সূরা, সেই সম্পর্কে প্রকাশ্য কোনো বাণী প্রদান করেননি। তাছাড়া এ সূরার বিষয়বস্তুর সাথে তার আগের সূরা

আনফালের বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। তাই উভয় সূরা আসলে একই সূরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখিত কারণসমূহের উপর ভিত্তি করে এ দুই সূরার মধ্য স্থলে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি। কেননা বিসমিল্লাহ দুই সূরাকে আলাদা করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। (বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাব দ্রষ্টব্য)

সূরা আনফাল শেষ করে সূরা বরাত শুরু করার নিয়ম

সূরা আনফাল তিলাওয়াত শেষ করে সূরা বরাত তিলাওয়াত করতে হলে তিনটি নিয়ম রয়েছে। যথা-

১. وقف (ওয়াকফ) ২. وصل (ওছল) ৩. سَكْت (সাক্ত)

তন্মধ্যে ৩য় নিয়ম হতে ২য় নিয়ম উত্তম এবং ২য় নিয়ম হতে ১ম নিয়ম উত্তম। অর্থাৎ وقف সর্বোত্তম।

১। وقف এর নিয়ম : আনফাল শেষ করে ওয়াকফ করবেন। অত:পর আউযুবিল্লাহ পড়ে সূরা বরাত পড়বেন।

২। وصل এর নিয়ম : আনফাল শেষ করে না থেমে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ না পড়ে সূরা বরাত পড়বেন।

৩। سَكْت এর নিয়ম : উভয় সূরার মধ্যস্থলে দুই হরকত বা এক আলিফ পরিমাণ নিরব থাকবেন। অত:পর দ্বিতীয় সূরা পড়বেন।

হরফের মাখরাজের বর্ণনা

কারী, যিনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তার জন্য হরফ এমনভাবে উচ্চারণ করা জরুরী, যেন একটি হরফের আওয়াজ অন্য একটি হরফের আওয়াজের সাথে মিলে না যায়, বরং পরিষ্কার পার্থক্য ধরা পড়ে। কেননা যদি মাখরাজ ব্যতীত হরফ উচ্চারণ করেন, তবে যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হবে না।

মাখরাজ পরিচয় করার সহজ উপায়

কোনো হরফের মাখরাজ পরিচয় করতে হলে সেই হরফে জযম বা তাশদীদ দিয়ে তার পূর্বে একটি যবর বিশিষ্ট হামযা এনে উচ্চারণ করলে যে জায়গার সাহায্যে আওয়াজ বের হবে সেই জায়গাকে ঐ হরফের মাখরাজ মনে করতে হবে। যেমন : اَبْ – اَبَّ – اَتْ – اَتَّ – اَجْ – اَجَّ

মাখরাজ

মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হবার স্থান। আরবী হরফগুলো যে সকল নির্দিষ্ট স্থান হতে উচ্চারিত হয় সে স্থানগুলোকে মাখরাজ বলা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী মাখরাজের সংখ্যা ১৭টি।

এ ১৭টি মাখরাজ ৫টি মাকামের মধ্যে রয়েছে। ৫টি মাকামের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

১। جوف - জওফ (মুখের ভিতরের খালি জায়গা)

২। حلق - হলক (কণ্ঠনালী)

৩। لسان - লিসান (জিহ্বা)

৪। شفتان - শাফাতান (দুই ঠোঁট)

৫। خيشوم - খাইশুম (নাসিকামূল)

প্রত্যেক মাকামের অন্তর্ভুক্ত মাখরাজের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক	মাকামের নাম		মাখরাজের সংখ্যা	হরফের সংখ্যা
০১	جوف	জওফ	১টি	৩টি
০২	حلق	হলক	৩টি	৬টি
০৩	لسان	লিসান	১০টি	১৮টি
০৪	شفتان	শাফাতান	২টি	৪টি
০৫	خيشوم	খাইশুম	১টি	

উপরের তালিকা অনুযায়ী ৫ মাকামের মধ্যে ১৭টি মাখরাজ রয়েছে।

মাখরাজের বিস্তারিত বিবরণ

জওফ (جوف)

১. জওফ (جوف) অর্থাৎ মুখের ভিতরের খালি জায়গা, এ মাখরাজ হতে হুরুফে মাদ্দা বা মদের তিনটি হরফ বের হয়। উক্ত তিনটি হরফ নিম্নরূপ :

ক) ا (আলিফ) : যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে যবর থাকে।

খ) و (ওয়াও) : যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে পেশ থাকে।

গ) ي (ইয়া) : যদি সাকিন হয় এবং তার পূর্বের হরফে যের থাকে।

যেমন- نُوْحِيْهَا

নোট : الف – و – ي যদি মদের হরফ না হয়, তবে তা অন্যান্য মাখরাজ হতে উচ্চারিত হয়।

হলক (حلق)

হলক মাকামে ৩টি মাখরাজ রয়েছে, এটি হতে ৬টি হরফ উচ্চারিত হয়।

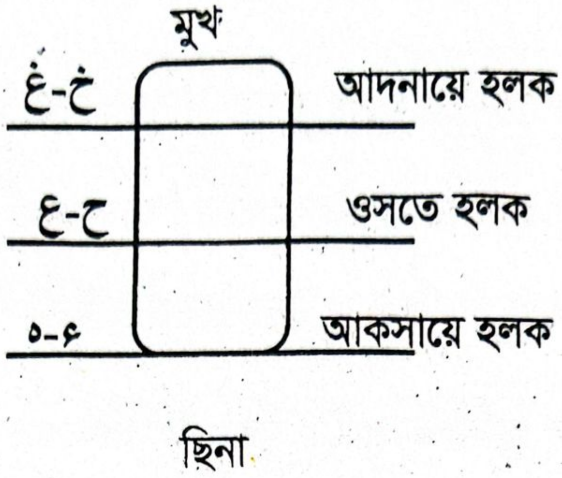
১. اقصىٰ حلق (আকসায়ে হলক) : কণ্ঠনালীর শেষ সীমা, যা সিনার সাথে মিলিত আছে। এ মাখরাজ হতে ء – ه এ দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়

যেমন : اَءْ – اَهْ

২. وسط حلق (ওসতে হলক) : কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল। এ মাখরাজ হতে ع – ح উচ্চারিত হয়। যেমন : اَعْ – اَحْ

৩. ادنٰى حلق (আদনায়ে হলক) : কণ্ঠনালীর উপরের অংশ, যা মুখের নিকটবর্তী। এ মাখরাজ হতে خ – غ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَخْ – اَغْ

হলক মাকামের তিনটি মাখরাজের নকশা নিম্নে দেওয়া হলো :



লিসান (لسان)

লিসান মাকামে ১০টি মাখরাজ রয়েছে। জিহ্বাকে আরবী ভাষায় لسان (লিসান) বলা হয়। নিম্ন বর্ণিত ১০টি মাখরাজ হতে ১৮টি হরফ বের হয়।

৫. ق এর মাখরাজ : আক্সায়ে লিসান অর্থাৎ লেহাত বা ছোট জিহ্বা ও তার সোজা উপরের তালুর কিছু অংশ। এ মাখরাজ হতে ق উচ্চারিত হয়।

যেমন : اَقْ

৬. ك এর মাখরাজ : জিহ্বার মূলের নিকটবর্তী স্থান ও তার উপরের তালুর অংশ। এ মাখরাজটি ق হরফের মাখরাজের সামান্য নিম্নে, একটু মুখের দিকে সরে। এ মাখরাজ হতে ك উচ্চারিত হয়। যেমন : اَكْ

৭. ي – ش – ج এর মাখরাজ : ওসতে লিসান জিহ্বার মধ্যস্থল ও এর সোজা উপরের তালু, এ মাখরাজ হতে ج – ش – ي এ তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَجْ – اَشْ – اَیْ

নোট : ی যদি শর্তানুসারে মদের হরফে পরিণত হয়, তবে ی জওফ হতে উচ্চারিত হবে। আর মদের না হলে ওসতে লিসান হতে উচ্চারিত হবে।

৮. ض এর মাখরাজ : জিহ্বার ডান অথবা বাম কিনারা এবং আদরাছে উলিয়া বা উপরের চর্বনদন্ত পাটির মূল। এ মাখরাজ হতে ض উচ্চারিত হয়। যেমন : اَضْ

কোনো কোনো কিতাবে এ হরফের মাখরাজের শেষ সীমানা লাম পর্যন্ত লিখা হয়েছে।

৯. ل এর মাখরাজ : জিহ্বার আগের অংশের কিনারা, উপরের দাঁতের মাড়ি এবং তালুর কিছু অংশ। এ মাখরাজ হতে ل উচ্চারিত হয়। যেমন : اَلْ

১০. ن এর মাখরাজ : এ মাখরাজও লামের মাখরাজের মতো। তবে লামের মাখরাজের সামান্য নিচ হতে ن উচ্চারিত হয়। যেমন : اَنْ

১১. ر এর মাখরাজ : জিহ্বার আগের অংশের পিঠ এবং উপরের ছানায়া উলিয়া নামক দুই দাঁতের মাড়ি। এ মাখরাজ হতে ر উচ্চারিত হয়।

যেমন : اَرْ

১২. ط –د –ت এর মাখরাজ : জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলিয়া নামক উপরের দুই দাঁতের মূল এবং তালুর কিছু অংশ, এ মাখরাজ হতে ط –د –ت এ তিন হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَطْ – اَدْ – اَتْ

১৩. ص –س –ز এর মাখরাজ : জিহ্বার অগ্রভাগ এবং ছানায়া উলিয়া ও ছানায়া ছুফলার দরমিয়ান। এ মাখরাজ হতে ص –س –ز এ তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَزْ – اَسْ – اَصْ

১৪. ظ –ذ –ث এর মাখরাজ : জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলিয়ার অগ্রভাগ। এ মাখরাজ হতে ظ –ذ –ث এ তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

যেমন : اَظْ – اَذْ – اَثْ

শাফাতান (شفتا ن)

شفتان (শাফাতান) অর্থাৎ দুই ঠোঁট। শাফাতানে ২টি মাখরাজ রয়েছে।

১৫. ف এর মাখরাজ : ছানায়া উলিয়া নামক দাঁতের অগ্রভাগ ও তার বরাবর নীচের ঠোঁটের ভিতরের অংশ। এ মাখরাজ হতে ف বের হয়।

যেমন : اَفْ

১৬. م –و –ب এর মাখরাজ: উভয় ঠোঁটকে মিলিয়ে ب ও م উচ্চারণ করা হয় এবং ঠোঁট সামান্য ফাঁক রেখে و উচ্চারণ করা হয়, যে و মদের হরফ নয়। যেমন : اَوْ – اَمْ - اَبْ

খাইশুম (خيشوم)

খাইশুম অর্থ নাকের বাঁশি। এতে একটি মাখরাজ রয়েছে, যা হতে গুন্নার হরফ উচ্চারিত হয়।

খাইশুম হতে কোন অবস্থায় কী কী বের হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) নুন সাকিন ও তানবীন এদগামে মালগুন্না এবং এখফার অবস্থায়।

খ) নুন ও মীম, যখন মুশাদ্দাদ হয়।

গ) মীম যখন অন্য একটি মীমে মদগম হয় অর্থাৎ এদগামে মিসলাইন এর অবস্থায় আসে।

ঘ) মীম যখন ب হরফের মধ্যে গোপন হয় অর্থাৎ এখফায়ে শাফাওয়ী অবস্থায় আসে।

উল্লেখিত অবস্থায় হরফগুলির অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং খাইশুম হতে উচ্চারিত হয়।

মুদগম ও মুদগম ফিহি

কোনো হরফকে অন্য একটি হরফে এদগাম করলে প্রথমটিকে মুদগম (مدغم) এবং দ্বিতীয়টিকে মুদগম ফিহি (مدغم فيه) বলে।

যেমন : مَنْ يَّشَاءُ

এখানে নুন সাকিন মুদগম ও ইয়া মুদগম ফিহি। এদগামে মালগুন্না অবস্থায় মুদগমের মাখরাজ হয় খাইশুম এবং দ্বিতীয় হরফ অর্থাৎ মুদগম ফিহি তার নিজ মাখরাজের মধ্যেই থাকে।

এদগামে বেলাগুন্না হলে মুদগমকে মুদগম ফিহি এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে একটি মুশাদ্দাদ হরফে পরিণত করা হয় এবং মুদগম ফিহি'র মাখরাজ হতে উচ্চারণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উভয় হরফ একই শব্দের মধ্যে থাকলে এদগাম হবে না।

القاب حروف এর বর্ণনা

القاب হলো لقب শব্দের বহুবচন। القاب حروف মোট ১০টি।
যথা:

ক্রমিক	নাম	হরফ সংখ্যা
১	جوفية	৩
২	هوائية	৩
৩	حلقية	৬
৪	لهوية	২
৫	شجرية	৩
৬	نطعية	৩
৭	لثوية	৩
৮	اسلية	৩
৯	ذلقية	৩
১০	شفوية	৪

القاب حروف এর বিস্তারিত বর্ণনা

১। جَوْفِيَّة : মদের ৩টি হরফকে جَوْفِيَّة বলা হয়। কেননা এ হরফগুলি جوف বা মুখের ভিতরের খালি জায়গা হতে নির্গত হয়।

২। هَوَائِيَّة : মদের ৩টি হরফকে আবার هَوَائِيَّة ও বলা হয়। কেননা এ হরফগুলি উচ্চারণের শেষ পর্যায়ে হাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়। মদের দিকে লক্ষ্য করে হরফ ৩টিকে هَوَائِيَّة বলা হয় আর جوف হতে বের হয় বলে جَوْفِيَّة বলা হয়।

৩। حَلْقِيَّة : এর হরফ ৬টি। যথা : غ – ع – خ – ح – ه – ء উক্ত ৬টি হরফ حَلْق হতে বের হয় বলে এগুলোকে حَلْقِيَّة বলা হয়।

৪। لَهَوِيَّة : এর হরফ ২টি। যথা : ق – ك এ দু'টি হরফ لِهات বা ছোট জিহ্বা হতে বের হয় বলে এগুলোকে لَهَوِيَّة বলা হয়।

৫। شَجَرِيَّة : এর হরফ তিনটি ج – ش এবং যে ى মদের নয়। এ তিনটি হরফ شَجَرِ فم বা জিহ্বার মধ্যস্থল ও তার বিপরীত তালুর অংশ হতে উচ্চারিত হয়।

ض দ্বোয়াদ হরফকে কেউ কেউ شَجَرِيَّة বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এ হরফের মাখরাজ জিহ্বার কিনারার প্রারম্ভ হতে আদরাছের শেষ পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত।

৬। نِطْعِيَّة : এর হরফ ৩টি। যথা : ط - د - ت এ হরফগুলির মাখরাজ نطع বা তালুর গহ্বর। তাই উক্ত হরফগুলিকে نِطْعِيَّة বলা হয়।

৭। لَثَوِيَّة : এর হরফ ৩টি। যথা : ظ - ذ - ث এ তিনটি হরফের মাখরাজ হলো জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলিয়ার অগ্রভাগ। তাই উক্ত তিনটি হরফকে لَثَوِيَّة বলা হয়।

৮। ذَلْقِيَّة : এর হরফ ৩টি। যথা : ر - ل - ن এ হরফগুলির মাখরাজ হলো ذَلْق لِسَان বা জিহ্বার কিনারা, তাই উক্ত তিনটি হরফকে ذَلْقِيَّة বলা হয়।

৯। اَسَلِيَّة : এর হরফ হলো ز - س - ص এ তিনটি হরফ জিহ্বার কিনারা ও ছানায়া উলিয়া ও ছানায়া ছুফলার মধ্যস্থল হতে বের হয় বলে এগুলোকে اَسَلِيَّة বলা হয়।

১০। شَفَوِيَّة : এর হরফ ৪টি। যথা : م - ب - ف - و এ ৪টি হরফ شَفَتَانْ বা দুই ঠোঁট হতে উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে شَفَوِيَّة বলা হয়।

صفات এর বর্ণনা

শাব্দিক অর্থে صفت একে বলে, যা কোনো বস্তু অবলম্বন না করে প্রকাশিত হতে পারে না। যেমন : ধবলতা, কৃষ্ণতা।

اصطلاحی معنی : ইলমে তাজবীদের পরিভাষায় সিফাত বলতে এমন বিশেষ অবস্থাকে বলা হয়, যা হরফকে তার মাখরাজ হতে বের করার সময় সংযুক্ত হয়।

যেমন : همس - شدّت - رخاوت ইত্যাদি।

সিফাতের উপকারিতা

ক) বিবিধ মাখরাজের হরফগুলিকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা।

খ) হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা।

গ) সবল ও দূর্বল হরফ পরিচয় করা।

সুতরাং সিফাত না থাকলে হরফগুলির উচ্চারণ ধ্বনি এক রকম হয়ে চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজের মতো (অর্থহীন) হয়ে পড়বে।

সিফাতের প্রকারভেদ

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে সিফাত ১৭ প্রকার। توسط নামক সিফাতকে শদ্দাত অথবা رخاوت এর অন্তর্ভুক্ত করে নিলে সিফাত ১৭ প্রকার হবে।

توسط কে رخاوت এর অন্তর্ভুক্ত করা উত্তম।

নোটঃ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় শদ্দাত হতে رخاوت এর সাথে توسط এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭ প্রকার সিফাত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ	নাম	হরফ সংখ্যা
১	جَهَر	১৯
২	هَمْس	১০
৩	شِدَّت	৮
৪	رِخَاوَتْ	১৬
৫	اِسْتِعْلَاء	৭
৬	اسْتِفَال	২২
৭	اِطْبَاقْ	৪
৮	اِنْفِتَاحْ	২৫
৯	اِذْلَاقْ	৬

ক্রঃ	নাম	হরফ সংখ্যা
১০	اِصْمَاتْ	২৩
১১	صَفِيْر	৩
১২	قَلْقَلَة	৫
১৩	لِيْن	২
১৪	اِنْحِرَافْ	২
১৫	تَكْرِيْر	১
১৬	تَفَشِّى	১
১৭	اِسْتِطَالَتْ	১

১৭টি সিফাতকে ২ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

১. مُتَضادہ

২. غير مُتَضادہ

مَتَضادہ صفاتِ ৫টি ও তার বিপরীত ৫টি। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক	সিফাতের নাম	বিপরীত সিফাত
১	جَهَر	هَمْسِ
২	شِدَّت	رِخَاوَتْ- توسط
৩	اِسْتِعَلَاء	استِفَال
৪	اِطْبَاقْ	اِنْفِتَاحْ
৫	اِذْلَاقْ	اِصْمَاتْ

১৭টি صفات হতে উপরোক্ত ১০টি مُتَضَادہ এবং অবশিষ্ট ৭টি غيرمُتَضادہ।

غَيْر مَتَضادہ হলো যে সমস্ত সিফাতের বিপরীতে বিরোধী কোনো সিফাত নেই। এগুলো ৭টি। যথা :

ক্রঃ	নাম
১	صَفِيْر
২	قَلْقَلَه
৩	لِيْن
৪	اِنْحِرَاف

ক্রঃ	নাম
৫	تَكْرِيْر
৬	تَفَشِّى
৭	اِسْتِطَالَتْ

সিফাতের বিস্তারিত আলোচনা

এখানে ১৭টি সিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। প্রথমে مُتضادَّة ১০টি সিফাত সম্পর্কে আলোচনা করার পর غَيْر مُتضادَّة ৭টি ছিফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১. জাহর (جَهْر)

جَهْر শব্দের অর্থ জাহির করা ও খোলাখুলি বর্ণনা করা।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ সবল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ, মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর শক্ত থাকায় হরফগুলি উচ্চারণের সময় এমন এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়, যার ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। جَهْر এর হরফ ১৯টি। যথা:

ا- ب -ج – د - ذ - ر- ز- ض- ط – ظ – ع - غ - ق - ل -م –

ن – و – ء - ي

جَهْر সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مجهورة বলা হয়।

এ ১৯টি হরফ ছাড়া বাকি হরফগুলিকে حروف مهموسة বলে।

তাজবীদের কোনো কোনো কিতাবে ১৯টি হরফকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ

ظَلَّ قَوْرُ بِضٍّ اِذْ غَزَا جُنْدُ مُطِيْعٌ

(جَهْر এর বিপরীত সিফাত هَمْس)

২. হামস هَمْس

همس শব্দের অর্থ পাতলা আওয়াজ বা ক্ষীণ ধ্বনি।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় শ্বাস জারি থাকাকে হামস বলে। অর্থাৎ মাখরাজের উপর হরফের নির্ভর দূর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় শ্বাস অব্যাহত থাকে। হামস সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مهموسة বলা হয়। همس এর হরফ তথা হুরুফে মাহমুসাহ ১০টি। যথাঃ

ت – ث – ح – خ – س – ش – ص – ف – ك – ه

এ ১০টি হরফকে জমা করলে নিম্নরূপ হবে :

حَثَّهُ شَخْصٌ فَسَكَتْ

৩. শিদ্দত (شِدَّة)

شِدَّة শব্দের অর্থ (قوت) বা সবলতা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : মাখরাজের উপর হরফগুলির নির্ভর পুরামাত্রায় থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ থেমে যাওয়া।

شِدَّت সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف شديدة বলা হয়। حروف شديدة মোট ৮টি। এ ৮টি হরফকে জমা করলে হয় : اَجِدُ قَطٍّ بَكَتْ

(شِدَّة এর বিপরীত ছিফাতের নাম رِخَاوَت)

৪. রিখাওয়াত (رِخَاوَت)

رِخَاوَت শব্দের অর্থ নরম।

اصطلاحِی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : মাখরাজের উপর হরফের নির্ভর দূর্বল থাকায় উচ্চারণের সময় আওয়াজ জারি থাকা। رِخَاوَت এর হরফ ১৬টি। যথা:

ا– ث– ح– خ– ذ– ز– س– ش– ص– ض– ظ –غ – ف–

و–ه – ي

رخاوت সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف رخوة বলা হয়।

কোনো কোনো তাজবীদের কিতাবে উক্ত ১৬টি হরফকে এভাবে জমা করা হয়েছে:

خُذْغَثَّ حَظٍّ فَضَّ شَوْصٍ زِيْ سَاهٍ

তাওয়াসসুত توسط

توسط এ সিফাতকে رِخَاوَت এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সিফাত شِدَّة ও رِخَاوَت উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হওয়ার তুলনায় জারি থাকার পরিমাণ সামান্য বেশি হওয়ায় شِدَّة এর অন্তর্ভুক্ত না করে رِخَاوَت এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

توسط শব্দের অর্থ মধ্যম অবস্থা।

اصطلاحِی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ পুরাপুরি বন্ধও হয় না, পুরাপুরি জারিও হয় না।

توسط এর হরফ ৫টি। যথা : ر –م –ع –ن –ل

توسط সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে متوسطة حروف বলা হয়। এগুলো একত্রিত করলে لِنْ عُمَر হয়।

৫. ইস্তেআলা اِسْتِعْلَاء

اِسْتِعْلَاء শব্দের অর্থ উন্নতি ও উপরের দিকে উঠা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফগুলি উচ্চারণ করার সময় জিহবা তালুর দিকে উত্থিত হওয়া। اِسْتِعْلَاء সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مستعليه বলা হয়। اِسْتِعْلَاء এর হরফ ৭টি। যথা:

خ– ص– ض– ط – ظ – غ – ق

এ ৭টি হরফকে একত্রিত করলে

خُصَّ ضَغَطٍ قِظْ

(اِسْتِعْلَاء এর বিপরীত সিফাতের নাম استفال)

৬. ইসতেফাল اِسْتِفَال

اِسْتِفَال শব্দের অর্থ পতিত করা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবাকে তালু হতে আলাদা রেখে নিম্নদিকে পতিত করা।

اِسْتِفَال ছিফত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مستفله বলা হয়।

اِسْتِفَال এর হরফ ২২টি। যথাঃ

ا- ب- ت- ث- ج- ح- د- ذ- ر- ز- س- ش- ع- ف- ك-

ل- م- ن- و- ه-ء- ي

এ ২২টি হরফকে একত্রিত করলে নিম্নরূপ হবেঃ

ثَبَتَ عِزٌّ مَنْ يَّجُوِّدُ حَرْفَهُ اِذْ سَلَّ شَكًا

৭. ইতবাক اِطْبَاق

اِطْبَاق শব্দের অর্থ একত্রিত করা বা যুক্ত করা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ): হরফ উচ্চারণের সময় জিহবার কিনারা তালুর অংশের সাথে মিলানো।

اِطْبَاق এর হরফ ৪টি। যথা : ص- ض- ط - ظ

اِطْبَاق সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مطبقه বলা হয় ।

(এ সিফাতের বিপরীত সিফাত হলো اِنْفِتَاح)

৮. ইনফিতাহ اِنْفِتَاح

اِنْفِتَاح শব্দের অর্থ পৃথক করা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ): হরফ উচ্চারণ করার সময় তালু ও জিহবার মধ্যস্থল খোলা রাখাকে اِنْفِتَاح বলে।

اِنْفِتَاح সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف منفتحة বলা হয় ।

এর হরফ ২৫টি। যথা:

ا– ب– ت– ث– ج– ح– خ– د– ذ– ر– ز– س– ش– ع– غ–

ف– ق– ك– ل– م– ن– و– ه– ء– ي

উক্ত ২৫টি হরফকে একত্রিত করলে নিম্নরূপ হবে:

مَنْ اَخَذَ وَجَدَ سَعَةً فَزَكَا حَقَّ لَهُ شُرْبُ غَيْثٍ

৯. ইযলাক إِذْلَاق

إِذْلَاق শব্দের অর্থ কিনারা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করা।

এর হরফ ৬টি। যথা: ف– ر– م– ن– ل– ب

এই ৬টি হরফকে জমা করলে নিম্নরূপ হবে: فَرَّ مِنْ لُبٍّ

এই ৬টি হরফের মধ্যে ل– ر– ن এ ৩টি হরফ এর সম্পর্ক জিহ্বার কিনারার সাথে রয়েছে। বাকি ৩টি হরফ ب – م – ف এর সম্পর্ক ঠোঁটের কিনারার সাথে রয়েছে। এ সিফাতের বিপরীত হলো إِصْمَات

(إِذْلَاق সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مذلقه বলা হয়।)

১০. ইসমাত إِصْمَات

إِصْمَات শব্দের অর্থ নিষেধ করা, বাধা প্রদান করা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবা ও ঠোঁটের কিনারার উপর নির্ভর করাকে নিষেধ করা।

إِصْمَات এর হরফ ২৩টি। যথাঃ

ا – ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ق – ك – و – هـ – ء – ي

إِصْمَات সিফাত বিশিষ্ট হরফগুলিকে حروف مصمته বলা হয়।

এ ২৩টি হরফকে জমা করলে নিম্নরূপ হবেঃ

جُزْ غَشَّ سَاخِطٍ صِدْ ثِقَةً إِذْ وَعْظُهُ يَحُضُّكَ

প্রকাশ থাকে যে, কেবলমাত্র إِصْمَات সিফাত বিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা আরবী চার হরফী শব্দ ও পাঁচ হরফী শব্দ গঠিত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কমপক্ষে একটি إِذْلَاق সিফাত বিশিষ্ট হরফ তার সাথে যুক্ত না হয়।

নোট : اعتماد على منع الانفراد

اعتماد : অর্থ নির্ভর করা, انفراد শব্দের অর্থ একক বা এক জাতীয় হওয়া। منع শব্দের অর্থ বাধা প্রদান করা বা নিষেধ করা। মোট কথা إِصْمَات সিফাতের ৪টি অথবা ৫টি অক্ষর দ্বারা আরবী কোনো শব্দ গঠন করাকে বাধা প্রদান করাই এ সিফাতের মূলনীতি।

متضاده ১০টি সিফাত বর্ণনা করা হলো।

নিম্নে ৭টি غير متضاده সিফাত বর্ণনা করা হচ্ছে।

১১. সফীর صَفِيْر

صَفِيْر শব্দের অর্থ চড়ুই পাখির আওয়াজ।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ): হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ সংযোগে ছানায়া দন্তের অগ্রভাগ থেকে শক্তির সাথে যে আওয়াজ

বের হয় তাকে صَفِيْر বলা হয়।

صَفِيْر সিফাতের হরফ ৩টি। যথা: ز – س – ص

১২. কালকালাহ قَلْقَلَه

قَلْقَلَه শব্দের অর্থ নাড়া দেওয়া, কম্পিত হওয়া।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ) : হরফগুলি সাকিন অবস্থায় মাখরাজে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যে এক ধরনের অতিরিক্ত আওয়াজ সৃষ্টি হয় তাকে قَلْقَلَه বলা হয়।

নোট: قَلْقَلَه সাকিন অবস্থায় হয়। قَلْقَلَه এর হরফ ৫টি। যথা :
د – ج – ب – ط – ق এ ৫টি হরফকে জমা করলে قُطْبُ جَدٍّ হয়।

قَلْقَلَه দুই প্রকার

১. قَلْقَلَه صغرى : কালকালাহ'র হরফ যদি শব্দের মাঝখানে থাকে, তবে তাকে قَلْقَلَه صُغْرى বলা হয়।

যেমন : يَقْطَعُوْنَ – يَطْمَعُوْنَ

২. قَلْقَلَه كبرى : কালকালাহ'র হরফ যদি শব্দের শেষে হয়, তবে তাকে قَلْقَلَه كبرى বলা হয়।

যেমন : اَنَابْ – صِرَاطْ – اَمْشَاجْ – خَلَائِقْ

১৩. লীন لِيْن

لِيْن শব্দের অর্থ নরম।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ): হরফকে অনায়াসে নরমভাবে তার মাখরাজ হতে উচ্চারণ করাকে لِيْن বলা হয়।

حروف لين ২টি। যথা

১. و সাকিন তার পূর্বের হরফে যবর

২. ى সাকিন তার পূর্বের হরফ যবর।

যেমন : خَوْفٌ– مَوْتٌ– بَيْتٌ

১৪. ইনহিরাফ اِنْحِرَاف

اِنْحِرَاف শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়া, ধাবিত হওয়া।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ): হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার কিনারার দিকে ঝুঁকে পড়া।

এর হরফ ২টি। যথা : ل – ر

১৫. তাকরীর تَكْرِيْر

تَكْرِيْر শব্দের অর্থ পুনরাবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ।

اصطلاحى معنى (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহ্‌বাকে কম্পিত করা। অর্থাৎ, উচ্চারণ করার সময় জিহবা কম্পিত হওয়াকে تَكْرِيْر বলে। এর হরফ ১টি। যথা: ر

নোট : তাজবীদের কিতাবসমূহে এ সিফাত প্রয়োগ না করার জন্য বলা হয়েছে। বিশেষ করে ر হরফ যখন মুশাদ্দাদ হয়, কেননা تَكْرِيْر করলে একটি হরফ উচ্চারণ করতে কয়েকটি হরফ হয়ে যাবে।

১৬. তাফাশ্‌শী تَفَشِّي

تَفَشِّي শব্দের অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ): হরফ উচ্চারণ করার সময় মুখের ভিতর হাওয়া ছড়িয়ে দেয়াকে تَفَشِّي বলে।

এর হরফ ১টি। যথা: ش

১৭. ইসতেত্বালাত اِسْتِطَالَت

اِسْتِطَالَت শব্দের অর্থ বিস্তৃত করা।

اصطلاحی معنی (পারিভাষিক অর্থ) : হরফ উচ্চারণ করার সময় জিহবার কিনারার প্রথম প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আওয়াজ বিস্তৃত করা।

এর হরফ ১টি। যথা : ض

দুইটি পরিশিষ্ট دو تنبیه

প্রথম পরিশিষ্ট : ১৭টি সিফাতকে আবার সবলতা ও দুর্বলতার দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. قوي (সবল)

২. ضعيف (দুর্বল)

قوي সিফাত ১১টি যথা :

ক্রমিক	সিফাতের নাম	ক্রমিক	সিফাতের নাম
১	جهر	৭	قَلْقَلَة
২	شدّت	৮	اِنْحِرَافْ
৩	اِسْتِعَلَاء	৯	تَكْرِيْر
৪	اِطْبَاقْ	১০	تَفَشّي
৫	اِصْمَاتْ	১১	اِسْتِطَالَتْ
৬	صَفِيْر		

ضعيف সিফাত ৬টি যথা:

ক্র:	সিফাতের নাম	ক্র:	সিফাতের নাম
১	هَمْس	৪	اِنْفِتَاحْ
২	رِخَاوَتْ مع توسط	৫	اِذْلَاق
৩	استِفَال	৬	لِين

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট :

আরবী বর্ণমালায় ব্যবহৃত হরফসমূহকে সিফাতের সংখ্যার দিক বিবেচনায় ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. এমন কয়েকটি হরফ, যাদের সিফাত সংখ্যা ৫টি এবং এ ৫টি সিফাতই متضاده শ্রেণির হবে।

২. এমন কয়েকটি হরফ, যাদের সিফাত সংখ্যা ৬টি। তন্মধ্যে ৫টি متضاده ও ১টি غير متضاده হবে।

৩. এমন হরফ, যার সিফাত সংখ্যা ৭টি। তন্মধ্যে ৫টি متضاده ও ২টি غير متضاده হবে।

পাঁচ সিফাত বিশিষ্ট হরফ মোট ১৪টি। যথা:

ء – ت – ث – ح – ذ – ظ – ع – غ – ف – ك – م – ن – ه – خ

মদের তিনটি হরফ الف – ياء – واو ও ৫সিফাতের অর্ন্তভুক্ত।

ছয় সিফাত বিশিষ্ট হরফ মোট ১১টি যথা:

ب – ج – د – ز – س – ش – ص – ض – ط – ق – ل

ياء গায়র মাদ্দাহ এবং واو গায়র মাদ্দাহও ৬ সিফাতের অন্তর্ভুক্ত।

সাত সিফাত বিশিষ্ট হরফ ১টি– ر

নোট: প্রত্যেকটি হরফের কমপক্ষে ৫টি متضاده সিফাত রয়েছে। তবে প্রথম শ্রেণিতে غير متضاده নেই। দ্বিতীয় শ্রেণিতে একটি غير متضاده, তৃতীয় শ্রেণিতে দুইটি غير متضاده রয়েছে।

متضاده সিফাত বের করার নিয়ম

কোনো হরফের متضاده সিফাত বের করার একটি সহজ নিয়ম হলো, কোনো একটি হরফের সিফাত কী কী তা জানতে হলে একটি সিফাত যেমন جهر কে নিতে হবে। যদি দেখা যায় যে جهر এর হরফসমূহের মধ্যে উক্ত হরফ আছে, তবে তার বিপরীত সিফাত همس এর মধ্যে উক্ত হরফ থাকবে না। এভাবে সিফাত বের করা সহজ হবে।

লকবসহ হরফসমূহের সিফাত

القول السديد কিতাবে প্রত্যেক হরফের لقب সম্পর্কে আলোচনা করার পর প্রত্যেক হরফের সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদ করার সময় লকবসহ সিফাতের তালিকা দেওয়া হলো:

লকব	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	সিফাত সংখ্যা	হরফ
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	شدت	جهر	৫	أ
شفويه	×	قلقله	اذلاق	انفتاح	استفال	شدت	جهر	৬	ب
نطعيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	شدت	همس	৫	ت
لثويه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৫	ث
شجريه	X	قلقله	اصمات	انفتاح	استفال	شدت	جهر	৬	ج
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৫	ح
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استعلاء	رخاوت	همس	৫	خ
نطعيه	×	قلقله	اصمات	انفتاح	استفال	شدت	جهر	৬	د
لثويه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	جهر	৫	ذ
ذلقيه	تكرير	انحراف	اذلاق	انفتاح	استفال	توسط	جهر	৭	ر

লকব	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	সিফাত সংখ্যা	হরফ
اسليه	×	صفير	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	جهر	৬	ز
اسليه	×	صفير	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৬	س
شجريه	×	تفشى	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৬	ش
اسليه	×	صفير	اصمات	اطباق	استعلاء	رخاوت	همس	৬	ص
شجريه	×	استطالت	اصمات	اطباق	استعلاء	شدت	جهر	৬	ض
نطعيه	×	قلقله	اصمات	اطباق	استعلاء	شدت	جهر	৬	ط
لثويه	×	×	اصمات	اطباق	استعلاء	رخاوت	جهر	৫	ظ
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	توسط	جهر	৫	ع
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استعلاء	رخاوت	جهر	৫	غ
شفويه	×	×	اذلاق	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৫	ف
لهويه	×	قلقله	اصمات	انفتاح	استعلاء	شدت	جهر	৬	ق
لهويه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	شدت	همس	৫	ك
ذلقية	×	انحراف	اذلاق	انفتاح	استفال	توسط	جهر	৬	ل
شفويه	×	×	اذلاق	انفتاح	استفال	توسط	جهر	৫	م
ذلقيه	×	×	اذلاق	انفتاح	استفال	توسط	جهر	৫	ن
شفويه	×	لين	انفتا ح	اصمات	استفال	رخاوت	جهر	৬	و غير ماده
جوفيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	جهر	৫	واوماده
حلقيه	×	×	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	همس	৫	ها
شجريه	×	لين	اصمات	انفتاح	استفال	رخاوت	جهر	৬	يا غيرماده

تفخیم اور ترقیق کے بیان میں

তাফখীম ও তারকীক এর বর্ণনা

তাফখীম (تفخیم) শব্দের অর্থ পুর বা পরিপূর্ণ করা। হরফকে বলিষ্টরূপে উচ্চারণ করাকে তাফখীম বলা হয়।

যে হরফকে تفخیم করা হয় তাকে مُفَخَّمْ বলে।

তারকীক : তারকীক (ترقيق) শব্দের অর্থ পাতলা করে উচ্চারণ করা। হরফকে পাতলারূপে উচ্চারণ করাকে তারকীক বলা হয়।

যে হরফকে ترقيق করা হয় তাকে مُرَقَّقْ বলে।

استعلاء সিফাত বিশিষ্ট ৭টি হরফ مُفَخَّمْ বা পুর। উক্ত ৭টি হরফকে একত্রিত করলে خُصَّ ضَغَطٍ قِظْ হয়। এ ৭টি হরফের মধ্যে اطباق সিফাত বিশিষ্ট ৪টি হরফ অপেক্ষাকৃত অধিক পুর। এ ৪টি হরফ হলো:

ص – ض – ط – ظ

তাফখীম এর স্তর

تفخیم এর স্তর ৬টি।

প্রথম স্তর : ৬টি স্তরের মধ্যে সবচেয়ে সবল ও উন্নত স্তর হলো, যে হরফটিতে যবর হয়েছে ও তার সাথে আলিফ হয়েছে।

যেমন : خَاشِعِيْنَ – قَانِتِيْنَ – صَادِقِيْنَ

দ্বিতীয় স্তর : যে হরফটিতে যবর আছে, তবে আলিফ যুক্ত হয়নি।

যেমন : ظَهَرَ – غَشِىَ – غَفَرَ – قَعَدَ

তৃতীয় স্তর : যে হরফটিতে পেশ আছে।

যেমন : خُلْدٌ– قُرْاٰنٌ– غُفْرَانَكَ

চতুর্থ স্তর : যে হরফ যবর বা পেশের পর সাকিন হয়েছে।

যেমন : اَخْرَجَ – اَقْرَبَ – يَظْهَرُ – يُطْفِئُوْنَ

পঞ্চম স্তর : كسره اصلى বা আসল যের এর পর সাকিন হয়েছে।

যেমন : اَفْرِغْ – فِىْ بِضْعِ

অথবা كسره عَارضى বা সাময়িক যের এর পর সাকিন হয়েছে।

যেমন : اَوِاخْرُجُوْا– اَنِ اقْتُلُوْا

উল্লেখিত ৫ম স্তরের পার্থক্য কেবলমাত্র خ–غ–ق এ ৩টি হরফের বেলায় প্রযোজ্য। অন্য ৪টি মুতবাকা হরফের বেলায় নয়।

ষষ্ঠ স্তর : যের বিশিষ্ট হরফ।

যেমন : بَغِيًّا– صِلِيًّا– خِيْفَةً– تَقِيًّا

كسره বা যের দ্বারা خ – غ – ق বিশেষ প্রভাবিত হয়। এ ৩টি হরফ যদিও পুর কিন্তু তাদের মধ্যে كسره বা যের আসলে হরফগুলিকে যের এর দিকে লক্ষ্য রেখে বারিক পড়া উত্তম।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে حروف مفخّم বা পুর হরফ استعلاء সিফাত বিশিষ্ট ৭টি হরফকে বলা হয়। এ ৭টি হরফ ছাড়া ২২টি হরফকে حروف مرقّق বা বারিক হরফ বলা হয়। ২২টি হরফ একত্রিত করলে নিম্নরূপ হবেঃ

ثَبَتَ عِزٌّ مَنْ يُّجَوِّدُ حَرْفَهُ اِذْ سَلَّ شَكَا

উল্লেখিত ২২টি হরফ مرقق তথা বারিক । তবে ر ও ل এ দুইটি হরফ কোনো কোনো সময় পুর হয়ে যায়।

মদ-এর الف তার পূর্ববর্তী হরফের আওতাধীন থাকবে। পুর হরফের পর আসলে পুর হবে এবং বারিক হরফের পর আসলে বারিক হবে। যেমন:

পুরের মিছাল : خَاشِعِيْنَ– صَابِرِيْنَ– فِىْ السَّرَّاءِ

বারিকের মিছাল : لَاُقْسِمُ– يَاَيُّهَا– هَاَنْتُمْ

لام اور راء کے حکم میں

ل ও ر হরফের হুকুম

ل ও ر উভয় হরফ استفال সিফাত বিশিষ্ট। তাই মূলত: হরফ দুইটি বারিক। কিন্তু কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে হরকতের কারণে পুর হয়ে থাকে।

লাম পুর-বারিকের নিয়ম

ل কোনো সময় পুর ও কোনো সময় বারিক হয়। যেমন الله শব্দের ل এর পূর্বে যবর কিংবা পেশ থাকলে উক্ত ل পুর হবে।

যেমন : يَعْلَمُهُ اللهُ — وَاللهِ – عَبْدُ اللهِ

উল্লেখিত অবস্থা ছাড়া সর্বাবস্থায় ل বারিক হয়।

যেমন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ– بِسْمِ اللهِ– قُلِ اللّٰهُمَّ

যে যে অবস্থায় ر পুর হয়

১. ر হরফে যবর বা পেশ থাকলে وقف ও وصل উভয় অবস্থায় পুর হবে। যেমন : عُرُبًا– اَتْرَابًا

২. ر যদি সাকিন হয় ও তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকে তবে পুর হবে।

যেমন : قَرْنٌ– قُرْاٰنَ– تُرْهِبُوْنَ

৩. ر ওয়াকফের অবস্থায় সাকিন হলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকলে পুর হবে। যেমন : وَالْقَمَرِ– لِلْبَشَرِ– النُّذُرُ

৪. ر ওয়াকফের কারণে সাকিন হলে আর তার পূর্বের হরফ সাকিন হলে এবং তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকলে ر পুর হবে।

যেমন : خُضْر– وَالْعَصْرِ

৫. ر ওয়াকফের কারণে সাকিন হলে আর তার পূর্বে واو সাকিন অথবা الف থাকলে এবং তার পূর্বে যবর বা পেশ থাকলে পুর হবে।

যেমন : اَبْرَار– شَكُوْر

অথবা ر সাকিনের পূর্বে অস্থায়ী যের থাকলে

যেমন : اَمِ ارْتَابُوْا– اِنِ ارْتَبْتُمْ

৬. ر যদি সাকিন হয় ও তার আগের হরফে আসলী কসরা বা যের থাকে এবং ر হরফের পরেই استعلاء সিফাত বিশিষ্ট কোনো হরফ থাকে এবং এ হরফটি মাকছুর অর্থাৎ যের যুক্ত না হয়, তবে ر পুর হবে।

যেমন : قِرْطَاسٌ – فِرْقَةٌ – مِرْصَاد

তবে شعراء সূরায় যে كُلُّ فِرْقٍ এসেছে, এর ر পুর বা বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়িয। কেননা ر হরফের পরেই استعلاء সিফাত বিশিষ্ট হরফ এসেছে তাই ر হরফকে পুর পড়া যাবে। আবার استعلاء সিফাত বিশিষ্ট হরফটিতে যের থাকায় ر হরফকে বারিকও পড়া যাবে। উভয় অভিমতই নির্ভরযোগ্য। তবে বারিক পড়া উচ্চারণের পক্ষে সহজ।

اُدْخُلُوْا مِصْرَ এবং عَيْنُ الْقِطْرِ উল্লেখিত ২ আয়াতের শেষের ر ওয়াকফের অবস্থায় পুর হবে না বারিক হবে, এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ২টি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত

ر বারিক পড়তে হবে। এ অভিমত যারা পোষণ করেন তারা ر হরফের পূর্বে استعلاء সিফাত বিশিষ্ট হরফটিতে গুরুত্ব না দিয়ে পূর্বের আসল যের এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেহেতু ر হরফের আগের সাকিন হরফটির আগের হরফে যের রয়েছে তাই তারা বারিক বলেছেন।

দ্বিতীয় অভিমত

উল্লেখিত দুই আয়াতের শেষের ر পুর ও বারিক উভয় অবস্থায় পড়া জায়িয।

বারিক এ কারণে যে, ر ওয়াকফের অবস্থায় সাকিন হয়েছে এবং তার আগে আসলী কসরা রয়েছে। আর পুর এ কারণে যে, ر হরফের আগে استعلاء সিফাত বিশিষ্ট হরফ রয়েছে।

অনেকে مِصْرَ শব্দের ر কে পুর ও عَيْنَ الْقِطْرِ এর ر কে বারিক পড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা وصل তথা মিলিয়ে পড়ার অবস্থায় مِصْرَ শব্দের ر মাফতুহ বা যবর যুক্ত রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থায় عَيْنَ الْقِطْرِ এর ر মাকছুর বা যের যুক্ত রয়েছে। উল্লেখিত অভিমত নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ।

যে যে অবস্থায় ر বারিক হয়

১. ر হরফ وصل তথা মিলিয়ে পড়ার সময় যের যুক্ত হলে বারিক হয়। আসল যের হোক বা অস্থায়ী যের হোক, ر বারিক হবে। যেমনঃ

আসল যের এর উদাহরণ : اَلرِّزْقُ - الرِّجَالُ

অস্থায়ী যের এর উদাহরণ : اَنْذِرِ النَّاسَ

২. ر হরফ যদি সাকিন হয় এবং তার আগের হরফে আসল যের থাকে এবং ر হরফের পরে استعلاء সিফাত বিশিষ্ট কোনো হরফ না থাকে অথবা استعلاء সিফাত বিশিষ্ট হরফটি ر হরফের পরে না এসে দূরে আসে তবে ر বারিক হবে। যেমন : فَاصْبِرْ صَبْرًا– مِرْفَقًا

৩. ر হরফ যদি ওয়াকফের কারণে সাকিন হয় তার এবং পূর্বে ی সাকিন থাকে তবে ر বারিক হবে। ی সাকিনের আগের হরফে যবর হোক বা যের হোক এতে কোনো অসুবিধা হবে না। যেমন : قَدِيْر – خَبِيْر

পরিশিষ্ট

بقرة সূরায় يَبْصُطُ ও اعراف সূরায় بَصْطَةً শব্দদ্বয়ের ص এর স্থলে س পড়া হয়। ইমাম হাফস (র.) হতে শাতবীর সনদ মাধ্যমে এ অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

طور সূরায় مُصَيْطِرُوْنَ শব্দের ص কে ص ও س উভয়টি পড়া জায়িয।

غاشية সূরায় بِمُصَيْطِر শব্দের ص কে ص পড়তে হয়।

نون ساکن اور تنوین کے حکم میں

নুন সাকিন ও তানবীনের হুকুম

নুন সাকিন ও তানবীনের অবস্থা পাঁচটি। যথা :

১. اظْهَارِ حقيقى ইযহারে হাকীকী

২. اِخْفَاءِ حقيقى ইখফায়ে হাকীকী

৩. اِدْغام مع الغنة এদগামে মাআল গুন্নাহ

৪. اِدْغام بلا غنة এদগামে বেলাগুন্নাহ

৫. اقلاب একলাব।

اظْهَارِ حقيقى ইযহারে হাকীকী

ইযহার শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করা।
তাজবীদের পরিভাষায় ইযহার হলো, হরফকে গুন্না ব্যতীত তার মাখরাজ হতে উচ্চারণ করা।

ইযহারে হাকীকীর হরফ ৬টি। যথা : ء – ه – ح – خ – ع – غ

উক্ত ছয়টি হরফ হতে কোনো একটি হরফের পূর্বে نون ساكن অথবা تنوين আসলে ইযহারে হাকীকী বা ইযহারে হলকী হয়।

নিম্নে এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো যেগুলোতে একই শব্দে نون ساكن এর পর ইযহারের হরফ না এসে পরের শব্দের শুরুতে এসেছে। যেমন :

مَنْ آمَنَ – مِنْ هَادٍ – مِنْ عَقْلٍ – مِنْ حَدِيْدٍ – مِنْ غِلٍّ – مِنْ خَيْرٍ

আবার এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো যেগুলোতে نون ساكن এর পর اظهار এর হরফ একই শব্দে এসেছে। যেমন :

اَلْمُنْخَنِقَةُ – يَنْعِضُوْنِ – يَنْحِتُوْنِ – يَنْعِقُ – يَنْهَوْنَ – يَنْحِتُوْنَ

ইযহারের ক্ষেত্রে নুন সাকিনের মতো তানবীনের পর একই শব্দে ইযহারের হরফ আসে না। বরং প্রথম শব্দের শেষে তানবীন হয় এবং তানবীনের পর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ইযহারের হরফ আসে। যেমন :

رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ – سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ – جُرُفٍ هَادٍ – تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ – عَزِيْزٌ

غَفُوْرٌ – عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

নুন সাকিন ও তানবীনের মধ্যে পার্থক্য

নুন সাকিন ও তানবীনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন وقف– وصل এবং উচ্চারণের সময় ও লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তানবীন কেবলমাত্র উচ্চারণ ও وصل অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

اِخْفَاۓ حقيقى ইখফায়ে হাকীকী

اِخْفَاء ইখফা শব্দের অর্থ গোপন করা। পরিভাষিক অর্থে সাকিন হরফকে ইযহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যেমন হরফটি তাশদীদমুক্ত হয় এবং গুন্নাহ অব্যাহত থাকে।

اِخْفَاۓ حقيقى এর হরফ ১৫টি যথা :

ت– ث– ج– د– ذ– ز– س– ش– ص– ض– ط – ظ –

ف– ق– ك

উক্ত হরফগুলি একত্রিত করলে নিম্নরূপ হবে:

ستجز صدك فثق ضطظ شذ

নুন সাকিন অথবা তানবীনের পর উক্ত পনেরটি হরফ হতে কোনো একটি হরফ আসলে তাকে اِخْفَاۓ حقيقى (ইখফায়ে হাকীকী) বলা হয়।

নুন সাকিন ও ইখফার হরফ দুইটি শব্দে এসেছে এমন কয়েকটি মিছাল নিম্নে দেওয়া হলো:

مِنْ سَعَةٍ– مَنْ تَابَ– مَنْ جَاءَ– فَاِنْ زَلَلْتُمْ– مَنْ صَلَحَ– مِنْ دَابَّةٍ–

مِنْ ذِكْرٍ– مِنْ قَبْلُ– فَمَنْ شَاءَ

নুন সাকিন ও ইখফার হরফ একই শব্দে এসেছে এমন কয়েকটি মিছাল নিম্নে দেওয়া হলোঃ

إِنْسٌ— اَنْتُمْ— نُنْجِيْ— اَنْزَلَ— يَنْصُرُوْنَ— اَنْدادًا— مِنْكُمْ— يُنْفِقُوْنَ—
مَنْشُوْرٌ— يَنْطِقُوْنَ

নোটঃ ইযহারের স্থলে বর্ণিত নিয়মের অনুরূপ তানবীন ইখফার হরফের সাথে একই শব্দে আসে না, বরং ভিন্ন শব্দে আসে।

তানবীন এর কয়েকটি উদাহরণঃ

فَوْجٌ سَأَلَهُمْ— قَوْمًا صَالِحِيْنَ— يَوْمًا كَانَ— قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ— وَاحِدَةٌ
فَإِذَا— شَهِيْدًا ثُمَّ

اِدغام এদগাম

'এদগাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করানো। তাজবীদের পরিভাষায় এদগাম বলতে বুঝায় একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করানো, যাতে দুইটি হরফ একই হরফে রূপান্তরিত হয়।

এদগামের হরফ ৬টি।

এদগাম দুই প্রকার

১. اِدغام مع الغنه এদগামে মাআল গুন্নাহ

২. اِدغام بلا غنه এদগামে বেলাগুন্নাহ

اِدغام مع الغنه এদগামে মাআল গুন্নাহ

এদগামে মাআলগুন্নাহ এর হরফ ৪টি। যথাঃ و —م —ن —ي এ হরফ গুলোকে একত্রিত করলে يَنْمُوْ হয়।

নুন সাকিন অথবা তানবীন এ চারটি হরফ হতে কোনো একটি হরফের পূর্বে আসলে এদগামে মাআলগুন্নাহ হয়। যেমনঃ

নুন সাকিন এর মিছাল : مَنْ يَّعْمَلْ

তানবীন এর মিছাল : حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ

এদগামে মাআলগুন্নাহ কেবল মাত্র দুইটি শব্দে হয়ে থাকে অর্থাৎ একই শব্দে নুন সাকিনের পর এদগাম এর হরফ و এবং ى আসলে এদগাম হয় না।

যেমন : دُنْيَا– صِنْوَانٌ– قِنْوَانٌ– بُنْيَانٌ

এই স্থলে এদগাম না করে নুন সাকিনকে ইযহার করতে হয়। একে ইযহারে মুতলক বলা হয়।

إدغام بلا غنه এদগামে বেলাগুন্নাহ

এদগামে বেলাগুন্নাহ এর হরফ ২টি ر–ل এ দুইটি হরফ হতে কোনো একটি হরফের পূর্বে নুন সাকিন অথবা তানবীন আসলে এদগামে বেলাগুন্নাহ হবে। যেমনঃ

নুন সাকিনের মিসাল : مِنْ رَّبِّهِمْ– مِنْ لَّدُنْ

তানবীনের মিসাল : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ– غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এদগামে বেলাগুন্নাহ কেবল মাত্র দুই শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে।

اقلاب একলাব

একলাব শব্দের অর্থ কোনো কিছুর আসল রূপকে পরিবর্তন করা। তাজবীদের পরিভাষায় নুন সাকিন অথবা তানবীনকে 'মীম' হরফে রূপান্তরিত করে উচ্চারণ করা।

একলাবের হরফ মাত্র একটি ب। উক্ত ب হরফের পূর্বে নুন সাকিন অথবা তানবীন আসলে উক্ত নুন সাকিন অথবা তানবীনকে 'মীম' হরফে

রূপান্তরিত করে গুন্নাহর সাথে উচ্চারণ করতে হয়। একে একলাব বলে। যেমন: নুন সাকিন ও একলাবের হরফ দুই শব্দে এসেছে তার উদাহরণ

مِنْ بَعْدِ

নুন সাকিন ও একলাবের হরফ একই শব্দে এসেছে তার উদাহরণ يُنْبِتُ

তানবীন এর উদাহরণ : عَلِيْمٌ بِمَا

میم ساکن کے احکام

মীম সাকিনের হুকুম

মীম সাকিনের তিন অবস্থা :

১. اظهار شفوي ইযহারে শাফাওয়ী

২. اخفاء شفوي ইখফায়ে শাফাওয়ী

৩. ادغام مثلين صغير ইদগাম মিসলাইন সগীর

اظهار شفوي ইযহারে শাফাওয়ী

ইযহারে শাফাওয়ী এর হরফ ২৬টি। ب ও م ব্যতীত আরবী বর্ণমালার সব কয়টি হরফ। মীম সাকিন যখন এ হরফগুলি হতে কোনো একটির পূর্বে আসে তখন ইযহারে শাফাওয়ী হয়। যেমন :

اَمْ جَعَلُوْ - تَمْتَرُوْنَ - اَمْ اَتَيْنَا - فِيْ اَوْلَادِكُمْ ثَلَاثَةَ - اَمْ هُمْ خَيْرٌ -

اَلَمْ تَرَ - عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ - رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ.

ইযহারে শাফাওয়ী কোনো সময় দুই শব্দের মধ্যে হয়, আবার কোনো সময় একই শব্দে হয়।

إخفاء شفوي। ইখফায়ে শাফাওয়ী

মীম সাকিনের পর ب হরফ আসলে ইখফায়ে শাফাওয়ী হয়।

যেমন : هُمْ بِالْاٰخِرَةِ

এখফায়ে শাফাওয়ী কেবল দুই শব্দের মধ্যে হয়। অর্থাৎ ১ম শব্দের শেষে মীম সাকিন এবং ২য় শব্দের শুরুতে ب হরফ আসে।

إدغام مثلين صغير। ইদগাম মিসলাইন সগীর

মীম সাকিনের পর 'মীম' হরফ আসলে এদগাম মিসলাইন সগীর হয়।

যেমন : لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

যদি দুইটি হরফের মাখরাজ, সিফাত ও জাত (মূল রূপ) সমান হয় এবং ১ম হরফ সাকিন ও ২য় হরফ হরকত বিশিষ্ট হয় তবে এদগাম মিসলাইন সগীর হবে। যেমন :

اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ– اُذْكُرْ رَبَّكَ– قَدْدَّخَلُوْا– فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ–

اِذْذَّهَبْ– لَنْ نَّدْعُوْا– يُوَجِّهْهُ– يُدْرِكْكُمْ– قُلِ اللّٰهُمَّ.

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সাকিন হরফটি যদি মদের হরফ হয় তবে এদগাম হবে না। যেমন : فِيْ يَوْمٍ

এখানে দুইটি ى পূর্বের শর্ত মুতাবিক এসেছে সত্য; কিন্তু প্রথম হরফটি মদের তাই এদগাম হয়নি। কেননা এদগাম করলে মদ নষ্ট হয়ে যাবে।

যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মিসলাইন কবীর হবে। যেমন :

ذِكْرُ رَحْمَةِ– رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ– جِبَاهُهُمْ– مَنَاسِكَكُمْ– ثَالِثُ ثَلَاثَةِ

– اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ – قَالَ لَهُمْ– فَنُنَبِّئُهُمْ.

আর যদি প্রথম হরফ হরকত যুক্ত ও দ্বিতীয় হরফ সাকিন হয়, তবুও মিসলাইন কবীর হবে। যেমন :

تُشْطِطْ – فَعَزَّزْنَا– رَدَدْنَا– حَاجَجْتُمْ– تُتْرٰى– مَمْنُوْنٌ– هُدًى

متجانسین اور متقاربین کے بیان میں

এদগাম মুতাজানিসাইন ও মুতাকারিবাইনের বর্ণনা

এদগাম মুতাকারিবাইন সগীর : (ادغام متقاربین صغیر)

যদি একটি হরফের মাখরাজ অন্যটির নিকটবর্তী হয় ও সিফাত ভিন্ন হয় অথবা মাখরাজ ও সিফাত নিকটবর্তী হয় এবং ১ম হরফ সাকিন ও ২য় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে এদগামে মুতাকারিবাইন সগীর হবে।

যেমন : بَلْ رَّبُّكُمْ – قُلْ رَّبِّ

মুতাকারিবাইন কবীর : (متقاربین کبیر)

যদি উভয় হরফ হরকত যুক্ত হয় তবে মুতাকারিবাইন কবীর হবে।

যেমন : قَالَ رَبِّ – رُسُلُ رَبِّكَ

এদগাম মুতাকারিবাইন কামিল : (ادغام متقاربین کامل)

مُرْسَلَاتْ সূরায় اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ পাঠ করার ২টি নিয়ম রয়েছে। ق হরফকে সম্পূর্ণ গোপন রেখে ك হরফে তাশদীদ দিয়ে উচ্চারণ করা। একে এদগাম মুতাকারিবাইন কামিল বলা হয়।

এদগাম মুতাকারিবাইন নাকিস : (ادغام متقاربین ناقص)

অন্য পদ্ধতি হলো ق হরফকে ইযহার ও এদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় উচ্চারণ করা। একে এদগাম মুতাকারিবাইন নাকিস বলা হয়।

এদগাম মুতাজানিসাইন সগীর : (ادغام متجانسين صغير)

যদি দুইটি হরফ একই মাখরাজের হয় এবং সিফাত ভিন্ন হয় (কোনো কোনো আলেমের মতে যদি তার বিপরীত হয়) এমতাবস্থায় ১ম হরফ সাকিন ও ২য় হরফ হরকত বিশিষ্ট হলে একে এদগাম মুতাজানিসাইন সগীর বলা হয়।

যেমন : قَدْ تَّبَيَّنَ

এদগাম মুতাজানিসাইনে কবীর : (ادغام متجانسين كبير)

যদি উভয় হরফ হরকতযুক্ত হয় তবে মুতাজানিসাইন কবীর বলা হয়।

যেমন : لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا।

উপরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো :

১. এদগাম মিসলাইন সগীর

২. মিসলাইন কবীর

৩. এদগাম মুতাকারিবাইন সগীর

৪. মুতাকারিবাইন কবীর

৫. এদগাম মুতাকারিবাইন কামিল

৬. এদগাম মুতাকারিবাইন নাকিস

৭. এদগাম মুতাজানিসাইন সগীর

৮. মুতাজানিসাইন কবীর।

غنہ کی حکم میں

গুন্নার হুকুম

গুন্না নাসিকা মূল থেকে নির্গত আওয়াজ। এতে জিহ্বার কোনো অধিকার নেই। গুন্নার পরিমাণ সম্পর্কে কিরাত বিশারদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত হলো গুন্না দুই হরকত পরিমাণ হবে। এ অভিমত নির্ভরযোগ্য। অনেকের মতে দেড় হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হবে। হদরের সাথে অর্থাৎ দ্রুত গতিতে তিলাওয়াত করার সময় এ অভিমতের উপর আমল করা জায়িয। অনেকের মতে তিন হরকত পরিমাণ দীর্ঘ হবে। এ পরিমাণ দীর্ঘ মীম মুশাদ্দাদ ও নুন মুশাদ্দাদকে করা যায়। কেননা এতে ওছল ওয়াক্ফ উভয় অবস্থায় গুন্না বহাল থাকে। অথচ এখফা, একলাব ও এগামের গুন্না عَارِضِى বা অস্থায়ী।

لَام قَمَرِيَّه– لَام شَمْسِيَّه

লামে কামারিয়া ও লামে শামসিয়া

ال এর 'লাম' দুই প্রকার। যথাঃ

১. لَام قَمَرِيَّه (লামে কামারিয়া)

২. لَام شَمْسِيَّه (লামে শামসিয়া)

১. لَام قَمَرِيَّه (লামে কামারিয়া) : لَام قَمَرِيَّه ইসমের মধ্যে আসে এবং স্পষ্ট বা জাহির করে পড়তে হয়। কামারিয়ার হরফ ১৪টি। যেমন :

ا– ب– ج– ح– خ– ع– غ– ف– ق– ك– م– و– ه– ي

এ ১৪টি হরফকে একত্রিত করলে নিম্নরূপ হয়:

اِبْغِ حَجَّكَ وَخِفْ عَقِيْمَهْ

এ হরফগুলি হতে কোনো একটি হরফের আগে ال এর ل আসলে এ লামকে জাহির করে পড়তে হয়। যেমন :

اَلْاَمْرُ– اَلْغَيْبُ– اَلْحَمْدُ– اَلْجَنَّةُ– اَلْكَرِيْمُ– اَلْوَلِىُّ– اَلْخَالِقُ–
اَلْفَتَّاحُ– اَلْعَلِيْمُ– اَلْقَادِرُ– اَلْيَوْمُ– اَلْهُدٰى.

২. لام شَمْسِيَّه (লামে শামসিয়া): لام شَمْسِيَّه ইসমের মধ্যে আসে এবং পরের হরফে এদগাম করা হয়। এর হরফ ১৪টি।

ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ل – ن

যদি এ হরফগুলির আগে ال এর ل আসে, তবে এ লামকে পরবর্তী হরফের মধ্যে এদগাম করতে হয়। যেমন :

اَلطَّيِّبَاتُ – اَلنَّجْمُ – اَللَّيْلُ – اَلشَّهِيْدُ – اَلْسَّمَاءُ – اَلدَّهرُ – التَّوابُ –

اَلصَّالِحَاتُ – اَلرَّزَّاقُ – الذِّكْرُ – الطَّيِّبَاتُ.

لام فِعْل (লামে ফে'ল)

ماضى ও فِعْل أمر এর মধ্যে যে ل আসে তাকে لام فِعْل (লামে ফে'ল) বলা হয়। এ লামকে জাহির বা স্পষ্ট করে পড়া ওয়াজিব। যেমন:

فَالْتَقَى – فَالْتَقَمَه – وَلْيُوْفُوْا – وَلْيَطَّوَّفُوا

هَلْ – بَلْ – قُلْ শব্দের ل

قُلْ – بَلْ – هَلْ এ তিনটি শব্দের শেষ অক্ষরের লামের পর লাম আসলে ১ম লামকে ২য় লামে এদগাম করতে হয়। অন্য কোনো হরফ আসলে এদগাম হবে না। তবে ইমাম হাফস (র.)-এর মতে ر আসলেও এদগাম হবে। যেমন :

هَلْ لَّكُمْ – بَلْ لَّايَخَافُوْنَ – بَلْ رَّبُّكُمْ

প্রকাশ থাকে যে بَلْ – هَلْ – قُلْ শব্দের শেষের ل হরফকে ل ও ر ছাড়া অন্য কোনো হরফে এদগাম করা যাবে না। অন্য হরফ আসলে এ তিনটি শব্দের শেষের লামকে জাহির বা স্পষ্ট করে পড়তে হবে।

مد کے بیان میں

মদের বর্ণনা

মদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ধিত করা। কারীগণের পরিভাষায় মদের তিনটি হরফের সাহায্যে আওয়াজ দীর্ঘ করাকে 'মদ' বলে।

নোট :

মদ এর হরফ ৩টি الف – واو ও ی এ তিনটি হরফ মদের হরফ হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রয়েছে:

১. হরফটি সাকিন হবে।

২. الف আলিফ হরফের আগের হরফে যবর, واو হরফের আগের হরফে পেশ এবং ي হরফের আগের হরফে যের হবে।

যেমন : نُوْحِيْهَا

এ দুই শর্ত পূরণ না হলে এ হরফগুলোকে মদের হরফ বলা ভুল হবে। যেমন يَفْعَلُ শব্দে ي মদের নয় কারণ ১ম শর্ত সাকিন নেই। سَوْفَ শব্দে و মদের হরফ নয়, কারণ ১ম শর্ত সাকিন থাকলেও ২য় শর্ত و এর আগে পেশ নেই।

মদের এ তিনটি হরফের সাহায্য ছাড়া কোনো হরফকে লম্বা করা যায় না। যেমন লামকে লাম দ্বারা লম্বা করা যায় না। লামকে 'লূ' বলে লম্বা করলে و লাগবে। লি বললে ي লাগবে। তাই, মদের হরফের সাথে আওয়াজ দীর্ঘ করাকে মদ বলা হয়।

মদ এর প্রকার

মদ প্রধানত দুই প্রকার

১. মদ্দে আসলী (مد اَصْلِي) ২. মদ্দে ফরঈ (مد فَرْعِي)

১. মদ্দে আসলী (مد اَصْلِي) : যে মদ কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল নয় এবং সকুন বা হামযা তার মদ হওয়ার কারণ নয়, তাকে مد اصلي বলে।

এ মদের অন্য নাম مد طبعي। এ মদকে مد قصر ও বলা হয়।

২. মদ্দে ফরঈ (مد فَرْعِي) : যে মদ হামযা ও সকুনের উপর নির্ভরশীল, তাকে مد فرعي বলে। যেমন :

মদ্দে মুত্তাসিল (مد متصل)

মদ্দে মুনফাছিল (مد منفصل)

মদ্দে আরিদ্ব (مد عارض)

মদ্দে লাযিম (مد لازم)

মদ এর বিস্তারিত প্রকারভেদ

মদের প্রকার সম্পর্কে কারীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। কেউ কেউ বলেছেন ৮ প্রকার, কেউ ১০ প্রকার, আবার কেউ দশের অধিকও বলেছেন।

আল কাউলুছ ছাদীদে ১১ প্রকার মদ বর্ণনা করা হলো। এ ১১ প্রকার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	নাম	ক্রমিক	নাম
১	مد طبعي	৭	حرفي مثقل
২	مد بدل	৮	حرفي مخفف
৩	مد متصل	৯	مد عارض للسكون منصوب
৪	مد منفصل	১০	مجرور
৫	كلمي مثقل	১১	مرفوع
৬	كلمي مخفف		

مد طبعي মদ্দে তবঈ

مد طبعي বা مد اصلي সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ মদ দুই হরকত পরিমাণ (অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ) দীর্ঘ করে পড়তে হয়। এতে কম বেশি হয় না। এর হরফ তিনটি। যথা

১. الف সাকিন তার পূর্বে যবর।

২. ي সাকিন তার পূর্বে যের।

৩. و সাকিন তার পূর্বে পেশ।

যেমন : نُوْحِيْهَا

নোট : যেহেতু مد اصلي তে আসলেই মদ রয়েছে এবং বেশি দীর্ঘ করার কোনো কারণ বর্তমান নেই, তাই একে مد اصلي বলা হয়। যদি দীর্ঘ করার অন্য কারণ হামযা ও সকুন আসে তবে مد فرعي হয়ে যাবে। মূলতঃ বর্ণিত

১১ প্রকার মদের মধ্যে مد طبعي ব্যতীত বাকী ১০ প্রকার মদই مد فرعي এর প্রকার।

হরকত : একটি অঙ্গুলি বন্ধ থাকলে মধ্যম গতিতে খুলতে বা খোলা থাকলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময় লাগে তাকে এক হরকত বলে।

শব্দার্থ : مَاقبل - পূর্বে, مَا بعد - পরে, فتح - যবর, كسره - যের, ضمه - পেশ, مفتوح - যে হরফে যবর আছে, مكسور - যে হরফে যের আছে, مضموم- যে হরফে পেশ আছে, سبب - কারণ, نوع - প্রকার।

مد بدل মদ্দে বদল

মূল হরকতওয়ালা হামযার পর সাকিন হামযা আসলে সেই সাকিন হামযাকে আগের হামযার হরকত মুতাবিক হরফ দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। একে مد بدل মদ্দে বদল বলে।

১ম হামযার উপর যবর থাকলে ২য় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। ১ম হামযার উপর পেশ থাকলে ২য় হামযাকে و দ্বারা পরিবর্তন হবে। ১ম হামযায় যের থাকলে ২য় হামযাকে ى দ্বারা পরিবর্তন হবে।

যেমন :

آمَنُوْ হতে أأْمَنُوْا

اِيْمَانًا হতে اِئْمَانًا

أُوْتُوْا হতে أُئْتُوْا

এখানে উচ্চারণকে সহজ (পাতলা) করার জন্য ২য় হামযাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ হামযা হরফটি মদ ও লীন গ্রহণ করে না অথচ আলিফ এর ব্যতিক্রম। আলিম মদ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে و এবং ى মদ ও লীন গ্রহণ করে।

حرف لين হরফে লীন

হরফে লীন ২টি। যথা :

১. و সাকিন তার আগের হরফে যবর। যেমন : مَوْتُ

২. ي সাকিন তার আগের হরফে যবর। যেমন : سَيْفُ

ওয়াকফের অবস্থায় এটি مد عارض للسكون এর মতো হবে।

منصوب مد عارض للسكون হলে তিনটি নিয়ম :

১. قصر ২. توسط ৩. طول

مجرور হলে চারটি নিয়ম :

১. قصر ২. توسط ৩. طول ৪. روم مع القصر

مرفوع হলে সাতটি নিয়ম :

১. قصر ২. توسط ৩. طول ৪. قصر مع الاشمام

৫. توسط مع الاشمام ৬. طول مع الاشمام ৭. قصر مع الروم

(مد عرض للسكون সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।)

যেহেতু و ও ي কে লীন ও মদ উভয় প্রকারের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে সেহেতু সন্দেহ হতে পারে যে আরবী বর্ণমালায় দুইটি و এবং দুইটি ي রয়েছে। এ সন্দেহ দূর করার জন্য বলছি যে, আরবী ভাষায় و মাত্র ১টি এবং ي মাত্র ১টি, ২টি নয়। শর্তের পরিবর্তনে এর নামের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। এ শর্ত পাওয়া গেলে এটি মদ এর হরফ আর ঐ শর্ত পাওয়া গেলে এটি হরফে লীন। যেমন و মদ এর হরফ হওয়ার জন্য সাকিন হওয়া এবং

তার আগে পেশ থাকা শর্ত আর ي মদের হরফ হওয়ার জন্য সাকিন হওয়া এবং তার আগে যের থাকা শর্ত। পক্ষান্তরে و ও ي লীন হওয়ার জন্য সাকিন হওয়া এবং তাদের আগের হরফে যবর থাকা শর্ত।

মদ্দে বদলকে দুই হরকত বা এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। مد طبعي ও مد بدل লম্বা করার পরিমাণের পার্থক্য এ যে مد طبعي কোনো ইমামের মতে এক আলিফ থেকে বেশি হবে না। কিন্তু মদ্দে বদল ইমাম ওরশের মতে এক আলিফ থেকে বেশি হতে পারে।

প্রসিদ্ধ সাত কারীর মধ্যে ইমাম নাফে মাদানী একজন এবং তার দুইজন রাবীর মধ্যে হতে একজন হলেন ইমাম ওরশ।

مد متصل اور مد منفصل کے بیان میں

মদ্দে মুত্তাছিল ও মুনফাছিলের বর্ণনা

مد مُتَّصِل মদ্দে মুত্তাছিল :

যদি মদের হরফের পর হামযা আসে এবং একই শব্দের মধ্যে হয় তবে মদ্দে মুত্তাছিল হবে। একে মদ্দে ওয়াজিবও বলা হয়। কেননা কারীগণের মতে এ মদ ওয়াজিব।

যেমন : مَنْ يَّشَاءُ

এটি স্বাভাবিক অবস্থায় ৪ হরকত অথবা ৫ হরকত লম্বা হবে।

ওয়াকফের অবস্থায় مد عارض للسكون এর হুকুমে চলে যাবে।

مد مُنْفَصِلْ মদ্দে মুনফাছিল :

মদের হরফের পর একই শব্দে হামযা না এসে অন্য শব্দে আসলে তাকে মদ্দে মুনফাছিল বলে। এটি ৪ অথবা ৫ হরকত লম্বা করতে হয়। এ মদের অন্য নাম মদ্দে জায়িয; কেননা এটি হদরের সময় ২ হরকত লম্বা করলেও চলে। যেমনঃ –فِيْ اَنْفُسِهِمْ– لَا اُقْسِمُ

নোট : متصل (মুত্তাসিল) শব্দের অর্থ মিলিত। যেহেতু এখানে মদের হরফের পর হামযা একই শব্দে মিলিত রূপে আসে সেহেতু একে মদ্দে মুত্তাসিল বলে। আর مُنْفَصِلْ (মুনফাছিল) শব্দের অর্থ আলাদা। যেহেতু এ মদে হামযা আলাদা থাকে অর্থাৎ প্রথম শব্দের শেষে মদের হরফ এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে হামযা হয় তাই একে মদ্দে মুনফাছিল বলা হয়।
বিঃদ্রঃ কুরআন শরীফে يا -ها এর পর যেখানে প্রথমে হামযা বিশিষ্ট শব্দ এসেছে সেখানে মদ্দে মুত্তাছিল হবে না মুনফাছিল হবে, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে مد متصل আবার অনেকের মতে مد منفصل, তবে مد منفصل বলে যারা অভিমত পেশ করেছেন তাদের অভিমত বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন : هَاَنْتُمْ– يَا اَيُّهَا

اقسام مدلازم کے بیان
মদ্দে লাযিম এর প্রকারভেদের বর্ণনা

মদ্দে লাযিম ৪ প্রকার :

কলমী মুছাক্কাল	كلمي مثقّل
কলমী মুখাফ্ফাফ	كلمي مخفّف
হরফী মছাক্কাল	حرفي مثقّل
হরফী মুখাফ্ফাফ	حرفي مخفّف

কলমী মুছাক্কাল كلمي مثقّل :

মদের হরফের পর মুশাদ্দাদ হরফ আসলে কলমী মুছাক্কাল হয়।

যেমন : حَاجَّكَ– ضَالِّيْنَ

এটি লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। এর কম বেশি হয় না।

কলমী মুখাফ্ফাফ كلمي مخفّف :

মদের হরফের পর সাকিন হরফ আসলে কলমী মুখাফ্ফাফ হয়।

যেমন : آلْئٰنَ

এটি লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। এর কম বেশি হয় না।

হরফী মুছাক্কাল حرفي مثقّل :

মদের হরফের পর এদগাম হলে হরফী মুছাক্কাল হয়। যেমন : الٓمّ এর ل হরফে এবং طسٓمّ এর س হরফে।

এখানে লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। এর কম বেশি হয় না।

হরফী মুখাফাফাফ حرفي مخفّف :

মদের হরফের পর সাকিন হলে حرفي مخفّف হয়। যেমন الٓمّ এর م এ হরফে طسٓمّ এর م হরফে। এখানে লম্বা করার পরিমাণ ৬ হরকত। এতে কম বেশি হয় না।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কলমী কলিমার মধ্যে এবং হরফী হরফের মধ্যে হবে।

تنبيهات

تنبيه اول প্রথম তানবীহ

কুরআন শরীফে ৬টি শব্দ রয়েছে, যেগুলিকে مد لازم এর মতো ৩ আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়। এ ৬টি শব্দ তাসহীলের সাথেও পড়া যায়। শব্দগুলো হলোঃ

قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ	২ স্থানে	انعام সূরায়
اٰلْئٰنَ	২ স্থানে	يونسসূরায়
اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ	১ স্থানে	يونس সূরায়
اٰللّٰهُ خَيْرٌ	১ স্থানে	نمل সূরায়

৪টি শব্দ মোট ৬ স্থানে ৩ সূরায় এসেছে।

তাসহীলের নিয়ম হলো لام تعريف ও همزة استفهام এর মধ্যে অবস্থিত ২য় হামযাকে হামযা ও আলিফের দরমিয়ানী অবস্থায় মদ ব্যতীত পড়া। উভয় নিয়ম (অর্থাৎ মদ ও তাসহীল) জায়িয আছে। তবে মদ করা উত্তম। এর অন্য নাম مد فرق কেননা এ মদ ইসতেফহাম ও খবরের মধ্যে পার্থক্য দেখায়।

تنبيه ثانى দ্বিতীয় তানবীহ

فُصِّلَت সূরার মধ্যে ءَاَعْجَمِيٌّ শব্দ এসেছে। ইমাম হাফস (র.) হতে প্রাপ্ত অভিমতগুলোর মধ্যে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, এ শব্দে تسهيل بلا مد অর্থাৎ মদ ছাড়া তাসহীল করতে হবে। এক বর্ণনা মতে ء ও ها এর

দরমিয়ানী (মধ্যবর্তী) অবস্থায় পড়তে হবে। কিন্তু শেষের অভিমত দুর্বল (নির্ভরযোগ্য নয়)। ইমাম হাফস (র.)-এর মতে এ শব্দ ছাড়া অন্য কোথাও تسهيل নেই।

تنبيه ثالث তৃতীয় তানবীহ

সূরা হূদে مَجْرِيهَا শব্দ এসেছে। ইমাম হাফস (র.)-এর মতে এ শব্দে اماله كبرى হবে। এমালার নিয়ম হলো الف ও ي এর দরমিয়ানী অবস্থায় এমনভাবে পড়া যেন ي হরফের বেশি নিকটবর্তী হয় এবং বারিক হয়। ইমাম হাফসের মতে مَجْرِيهَا ছাড়া অন্য কোনো স্থানে اماله হবে না।

اقسام مد عارض للسكون
মদ্দে আরিদ্ব লিস সুকুন এর প্রকারভেদ

مد عارض للسكون ৩ প্রকার।

১. মানছুব (منصوب)

২. মাজরুর (مجرور)

৩. মারফু (مرفوع)

১. মানছুব (منصوب)

যেমন- رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

এ মদ আদায় করার ৩টি নিয়ম :

ক) قصر অর্থাৎ ২ হরকত পরিমাণ। খ) توسط অর্থাৎ ৪ হরকত পরিমাণ। গ) طول অর্থাৎ ৬ হরকত পরিমাণ।

একটি অঙ্গুলি সোজা থাকলে মধ্যম গতিতে বন্ধ করা অথবা বন্ধ থাকলে মধ্য গতিতে সোজা করার সময়কে এক হরকত পরিমাণ বলা হয়।

২. মাজরুর (مجرور)

যেমন- يَوْمِ الدِّيْنِ

এ মদ আদায় করার ৪টি নিয়ম :

ক) قصر অর্থাৎ ২ হরকত পরিমাণ। খ) توسط অর্থাৎ ৪ হরকত পরিমাণ।

গ) طول অর্থাৎ ৬ হরকত পরিমাণ। ঘ) روم مع القصر রুমসহ ২ হরকত পরিমাণ।

روم : রুম বলতে বুঝায় حركت وصل কে সামান্য উচ্চারণ করতে হবে। তানবীনওয়ালা হরফ হতে تنوين দূর করতে হবে। আওয়াজ এতটুকু নিচু করতে হবে যাতে দূর হতে কেউ শুনতে না পায়।

৩. মারফু (مرفوع)

যেমন- نَسْتَعِيْنُ

এখানে ৭টি নিয়ম জায়িয আছে :

ক. قصر
খ. قصر مع الاشمام

গ. توسط
ঘ. توسط مع الاشمام

ঙ. طول
চ. طول مع الاشمام

ছ. روم مع القصر

বি:দ্র: مد عارض للسكون এর মধ্যে روم مع التوسط ও روم مع الطول হয় না।

إشمام : হরফকে সাকিন করার সঙ্গে দুই ঠোঁট ফুলের পাপড়ির মতো এমন অবস্থায় মিলানো যেন দেখলে মনে হয় আওয়াজ ও শ্বাস ছাড়া পেশের দিকে ইশারা করা যাচ্ছে। একে ইশমাম বলে।

ইশমামের উদ্দেশ্য হলো এমন দু'টি হরফের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়া :

১) যে হরফ মূলত : হরকতওয়ালা, সাকিন নয়; বরং ওয়াকফের কারণে অস্থায়ীভাবে সাকিন হয়েছে।

২) যে হরফ ওয়াকফ ও ওছল সর্বাবস্থায় সাকিন। সাকিন অবস্থায় পেশের দিকে ইশারা করলে এটা বুঝায় যে উক্ত হরফ মূলত পেশ বিশিষ্ট ছিল।

একদল আলিমের মতে রুম ও ইশমামের উপকারিতা হলো, ওয়াকফ অবস্থায় আসল হরকত জাহির করা, যাতে দর্শক ইশমামের দ্বারা এবং শ্রোতা রুমের দ্বারা বুঝতে পারেন।
সুতরাং কোনো দর্শক ও শ্রোতা উপস্থিত না থাকলে রুম ও ইশমামের কোনো প্রয়োজন নেই।

নোট : ইশমামের একটি উদাহরণ- نَسْتَعِيْنُ শব্দে ওয়াকফ করার সময় পেশের দিকে ইশারা করা। এ শব্দের শেষ অক্ষর নুন এর উপরে মূলত পেশ ছিল। থেমে যাওয়ায় বা ওয়াকফ করায় নুন হরফটি সাকিন হয়েছে। তাই ওয়াকফের অবস্থায় সাকিন নুন হরফটি উচ্চারণ শেষ করার সময় إشمام (ইশমাম) করতে হয়, যাতে ইশারায় বুঝিয়ে দেয়া যায় যে, আসলে এখানে পেশ ছিল।

সূরা ইউসুফে لَا تَأْمَنَّا শব্দ এসেছে। এ শব্দ সম্পর্কে দু'টি মত বর্ণিত আছে:

১। ১ম নুন অর্থাৎ যে নুনটি লেখায় উহ্য রয়েছে তার হরকতকে অর্ধেক গোপন রাখা। অর্থাৎ সকুন ও হরকতের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়া।

২। ১ম নুনকে ২য় নুনের মধ্যে এদগাম করার পর ইশারা করা অর্থাৎ ঠোঁটের দ্বারা পেশের দিকে ইশারা করার পর ২নং নুনের যবর আদায় করা।

تنبيه তানবীহ

উপরের বর্ণনা হতে জানতে পারলাম যে مد عارض للسكون আদায় করার বিবিধ নিয়ম রয়েছে।

যেমন: মানছুব (منصوب) হলে ৩টি, মাজরুর (مجرور) হলে ৪টি ও মারফু (مرفوع) হলে ৭টি নিয়ম রয়েছে।

এ সকল নিয়ম তখনই প্রয়োগ করা যাবে যখন ওয়াকফের কারণে সাকিন হরফটি هاء تانيث হবে না। যদি সাকিন হরফটি هاء تانيث হয় যেমন الصلوة– الزكوة তবে সেখানে কেবল তিনটি নিয়ম জায়িয হবে।

ক) قصر অর্থাৎ ২ হরকত পরিমাণ।

খ) توسط অর্থাৎ ৪ হরকত পরিমাণ।

গ) طول অর্থাৎ ৬ হরকত পরিমাণ।

এখানে রুম ও ইশমাম হবে না। কেননা هاء تانيث রুম ও ইশমাম কবুল করে না।

যদি سكون عارض للوقف (ওয়াকফের কারণে সাকিন) মদের সাথে هاء ضمير এর উপর হয়, যেমন: اِلَيْهِ - عَلَيْهِ তবে এই সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে مد عارض للسكون এর যেই হুকুম তারও ঠিক সেই হুকুম হবে।

এক দলের মতে এ ক্ষেত্রে روم ও اشمام করা নিষেধ। আবার কারো কারো মতে, যদি هاء ضمير এর আগের হরফ পেশ অথবা যের থাকে অথবা আগের হরফ و সাকিন হয় তবে রুম ও ইশমাম জায়িয নয়।

যেমন :

يَرْفَعُهُ بِهِ – لِيَرْضَوْهُ اليه– عَلَيْه

তবে আগের হরফে যবর থাকলে অথবা আগের হরফ আলিফ থাকলে অথবা হরফে সহীহ্ সাকিন থাকলে রুম ও ইশমাম করা যাবে।

যেমন : عَنْهُ– هٰذِه– مِنْهُ– رَبِّه :

هاء ضمير ও هاء تانيث এর মধ্যে পার্থক্য হলো যে, هاء تانيث ওছলের অবস্থায় ة (তা) এবং ওয়াকফের অবস্থা ه হয়ে যায়। আর هاء ضمير ওয়াকফ ও অছল উভয় অবস্থায় ه থাকে।

تنبيه তানবীহ্

আগের বর্ণনায় জানা গেল যে مد منفصل ও مد متصل ইমাম হাফস (র.)– এর মতে ৪ হরকত বা ৫ হরকত লম্বা হবে। আর ২ হরকত এক আলিফ এর সমান। ওয়াকফের অবস্থায় مد متصل কে তিন আলিফ পর্যন্ত লম্বা করা জায়িয আছে। আর مد عارض للسكون এর তিন প্রকার সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কোনো বৈঠকে তারতীলের সাথে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করলে এবং مد متصل ও مد منفصل কে ৪ হরকত পরিমাণ লম্বা করলে এ বৈঠকে একই নিয়মে লম্বা করতে হবে। কেননা এ মদ ৪ হরকত ও ৫ হরকত লম্বা করা সম্পর্কে ইমাম হাফস (র.)-এর আলাদা আলাদা বর্ণনা রয়েছে। এমতাবস্থায় একই বৈঠকে বিভিন্ন নিয়ম পালন করা ঠিক নয়। এ রকম করাকে تخليط বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক পাঠ করার পর অন্য রেওয়ায়েত মতো পড়লে জায়িয হবে। তবে উত্তম পন্থা হলো যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। مد عارض للسكون এর বেলায়ও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

سکون عارض للوقف بلامد کے حکم میں

মদবিহীন অবস্থায় ওয়াকফের কারণে সাকিন হলে তার হুকুম

ওয়াকফের কারণে সাকিন যদি মদবিহীন অবস্থায় হয় তবে দেখতে হবে, যে হরফের উপর ওয়াকফ হয়েছে সেই হরফটি حرکت عارض তথা অস্থায়ী হরকত থেকে খালি কিনা। যদি অস্থায়ী হরকত না হয় এবং منصوب হয় তবে ছকুন হবে। مجرور হলে সকুন ও রুম হবে এবং مرفوع হলে সকুন, রুম ও ইশমাম হবে। অর্থাৎ منصوب হলে সকুন, مجرور হলে সকুন ও রুম, مرفوع হলে সকুন, রুম ও ইশমাম হবে।

যদি حرکت عارض অর্থাৎ অস্থায়ী হরকত বিশিষ্ট হয় এবং দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় মিলিয়ে পড়ার সময় উক্ত হরকত দেয়া হয়, তবে এ ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ছকুন হবে। রুম ও ইশমাম হবে না।

যেমন : قُمِ اللَّيْلَ - قُلِ ادْعُوا

কেননা حرکت عارض এর স্থলে রুম ও ইশমাম জায়িয নয়। এক্ষেত্রে যদি মদ ছাড়া ওয়াকফের কারণে সাকিন হয় তবে সেখানে جر - نصب - رفع তিন অবস্থায়ই কেবল মাত্র সকুন হবে।

যেমন- اَللَّوَّامَ - الْقِيَامَةِ

কেননা هاء التانيث রুম ও ইশমাম কবুল করে না।

যদি এ ছকুন هاء ضمير এর উপর হয় যেমন لَهُ - عَنْهُ তাহলে منصوب হলে শুধু ছকুন, مجرور হলে ছকুন ও রুম এবং مرفوع হলে ছকুন, রুম ও ইশমাম হবে।

فواتح سور کے بیان میں

فواتح سور - এর বর্ণনা

فَوَاتِحِ سُوَر সর্বমোট ১৪টি হরফ। হরফগুলো হলো :

ص– ل – هـ– س– ح– ي– ر –ا– م– ن– ق– ط –

ع– ك

এ ১৪ টি হরফ একত্রিত করলে এরূপ হয় :

صِلْهُ سَحِيْرًا مَنْ قَطَعَكَ

এ ১৪টি হরফকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. তিন হরফ বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে মধ্যম হরফ মদের হবে এবং ৩নং হরফ হরফে সাকিন হবে।

২. দুই হরফ বিশিষ্ট।

তিন হরফ বিশিষ্ট : তিন হরফী সর্বমোট ৮টি হরফগুলো হলো :

ك- م- ع- س- ل- ن- ق- ص

এ ৮টি হরফ জমা করলে নিম্নরূপ হবে যথা :

كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ

এ হরফগুলোর মধ্যে একমাত্র ع ব্যতীত প্রত্যেকটি হরফকে মদ্দে লাযিমের মতো লম্বা করে পড়তে হয়।

ك সূরা মরিয়মের শুরুতে এসেছে।

م যথাক্রমে ১৭টি সূরার প্রথমে এসেছে। যথা :

بقرة– أل عمران– اعراف– رعد– شعراء– قصص– عنكبوت– روم–

لقمان– سجده– حواميم سبعه.

হাওয়া মীমে ছাবআ حواميم سبعة বলতে ৭টি সূরা বুঝায়। যথা :

حٰم السجدة– المؤمن– زخرف– شورى– جاثية– احقاف– دخان

س ৫টি সূরার শুরুতে এসেছে । যথা:

شعراء– نمل– قصص– يس– شورى

ل নিম্নলিখিত ১৩টি সূরার শুরুতে এসেছে । যথা:

بقــرة– أل عمــران– اعــراف – يــونس – يوســف– هــود– رعــد–

ابراهيم – حجر– عنكبوت– روم– لقمان– سجدة

ن সূরা قلم এর শুরুতে এসেছে ।

ق সূরা شورى ও ق والقرأن এর শুরুতে এসেছে।

صاد সূরা اعراف– مريم– ص والقران এর শুরুতে এসেছে।

ع এর মধ্যে মদ্দে লাযিমের কোনো অধিকার নেই। তবে مد لازم এর মতো লম্বা করতে হয়। এতে মদ করার ২টি নিয়ম আছে- ৪ হরকত পরিমাণ ও ৬ হরকত পরিমাণ। ৬ হরকতই উত্তম।

দুই হরফ বিশিষ্ট : দুই হরফী সর্বমোট ৫টি। হরফগুলো হলো :

যেমন : ر – ه – ط – ي – ح

এ হরফগুলোকে জমা করলে হয় حَيٌّ طَهُرَ

এর প্রত্যেকটি হরফে مد طبعي আদায় করতে হয়।

ح এসেছে حواميم سبعة -তে অর্থাৎ যে ৭টি সূরার শুরুতে حم রয়েছে।

ى সূরা يس ও مريم এর শুরুতে এসেছে।

ط সূরা طه– شعراء– نمل– قصص এ চারটি সূরার শুরুতে এসেছে।

ه সূরা مريم ও طه এর শুরুতে এসেছে।

ر ৬টি সূরার শুরুতে এসেছে যেমন :

يونس– هود– يوسف– رعد– ابراهيم– حجر

আলিফে কখনো মদ হয় না। কেননা এর বানান তিনটি হরফ ا– ل– ف দ্বারা হয় এবং এর মধ্যম হরফ মদ নয়।

নোট : الم – يس – طه – كهيعص ইত্যাদি যে কয়েকটি দুর্বোধ্য শব্দ কুরআন শরীফের ২৯টি সূরার শুরুতে এসেছে, এর মধ্যে আরবী হরফগুলো হতে সর্বমোট ১৪টি হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, ২৯টি সূরার শুরুতে যত শব্দ এসেছে সব শব্দের হরফগুলো যোগ করলে ১৪টি হয়। বরং ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে এ ১৪টি হরফ ছাড়া অন্য কোনো হরফ নেই। ২৯টি শব্দ পাশাপাশি লিখে উস্তাদগণ ছাত্রদের ১৪টি হরফ বের করে দেখিয়ে দিবেন।

১৪টি হরফ একত্রিত করলে হয় : صِلْهُ سَحِيْرًا مَنْ قَطَعَكَ

এখানে সর্বমোট ১৪টি হরফ রয়েছে :

ص– ل– ه– س– ح– ي– ر– ا– م– ن– ق– ط– ع– ك

তার পরের কায়দা বুঝতে হলে প্রত্যেকটি হরফের বানান করতে হবে। যেমন ص বানান করলে صاد হবে। ل বানান করলে لام হবে। ه বানান করলে ها হবে। س বানান করলে سين হবে। ح বানান করলে حا হবে। ي বানান করলে يا হবে। ر বানান করলে را হবে। ا বানান করলে الف হবে। م বানান করলে ميم হবে। ن বানান করলে نون হবে। ق বানান করলে قاف হবে। ط বানান করলে طا হবে। ع বানান করলে عين হবে। ك বানান করলে كاف হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে, এ ১৪টি হরফের কোনোটি বানান করতে ৩ অক্ষর আবার কোনোটি বানান করতে ২ অক্ষর প্রয়োজন হয়। যেমন ل বানান করতে লাম, আলিফ, মিম এ তিনটি অক্ষরের প্রয়োজন হচ্ছে।

আবার ط বানান করতে দুই অক্ষরের প্রয়োজন হয়। যেমন طا এখানে ত্বা ও আলিফ এসেছে। কাজেই এ ১৪টি হরফকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিন হরফী এবং দুই হরফী। অর্থাৎ যে হরফ বানান করতে ৩টি হরফের প্রয়োজন হয় তা তিন হরফী এবং যে হরফ বানান করতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয় তা ২ হরফী।

তিন হরফী মোট ৮টি । যথা-

ك– م– ع– س– ل– ن– ق– ص

যেমন তাদের বানান নিম্নরূপ :

كاف– ميم– عين– سين– لام– نون– قاف– صاد

পূর্বে বলা হয়েছে তিন হরফীর মধ্যম হরফ মদের হবে এবং ৩নং হরফ সাকিন হবে। যেমন ميم এখানে মধ্যম হরফ ى মদের এবং ৩নং হরফ م সাকিন হয়েছে।

দুই হরফী ৫টি। অর্থাৎ প্রত্যেকটি হরফ বানান করতে দুই হরফের প্রয়োজন হয় এমন হরফ ৫টি। যথা : حَيَّ طَهُرَ

এখানে ح– ي– ط– ه– ر পাঁচটি হরফ রয়েছে। ح বানান করলে حا হবে। ي বানান করলে يا হবে। ر বানান করলে را হবে। ط বানান করলে طا হবে। ه বানান করলে ها হবে।

দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি হরফ বানান করতে ২টি হরফের প্রয়োজন হয়। কাজেই এ ৫টি হরফ ২হরফী।

حٰمٓ ওয়ালা সাতটি সূরা রয়েছে। ৭টি সূরায় حٰمٓ সাতবার এসেছে। حم ওয়ালা ৭টি সূরা হলোঃ

المؤمن– السجدة– الشورى– الزخرف– الدخان– الجاثيه– الاحقاف

তাজবীদের উস্তাদগণ فواتح سور পড়ানোর সময় ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করবেন। ১৪টি হরফ অর্থাৎ صِلْهُ سَحِيْرًا مَنْ قَطَعَكَ বুঝানোর জন্য প্রথমে ২৯টি مقطعات পাশাপাশি লিখবেন।

حواميم سبع অর্থ যে সাতটি সূরার শুরুতে حٰمٓ রয়েছে। سبع শব্দের অর্থ সাত। فواتح سُوَر এর মোট হরফ ১৪টি। তিন হরফী ৮+ দুই হরফী ৫+ আলিফ ১= ১৪টি। যেহেতু আলিফে মদ নেই তাই এর হিসাব আলাদা দেখানো হয়েছে।

سُوَر শব্দটি অনেকে ভুল পড়ে থাকেন। سُوْرَةٌ এর বহু বচন হলো سُوَرٌ। সীনে পেশ, ওয়াও এর উপর যবর পড়বেন।

تنبيهات তানবীহাত

تنبيه اوّل প্রথম তানবীহ :

التقاء ساكنين অর্থাৎ দুই সাকিন একত্রিত হলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি আসল সাকিন মিলিয়ে পড়ার অবস্থায় হরকত দেয়া হয়, যেমন সূরা آل عمران এর শুরুতে الم الله

এখানে মীম হরফে মূলত সাকিন রয়েছে। ওছল তথা মিলিয়ে পড়ার সময় মীম হরফে فتحة বা যবর দিয়ে পড়া হবে। যবর দেওয়ার কারণ হলো যাতে الله শব্দ পুর থাকে। কেননা যের দিলে الله শব্দ বারিক হয়ে যাবে।

এখানে দুই ভাবে পড়া ঠিক হবে :

১. مد : অর্থাৎ মদ্দে লাযিম। আসল সাকিনের দিকে লক্ষ্য করলে মদ তিন আলিফ লম্বা করে আদায় করতে হবে। কেননা এখানে مد لازم حرفي مخفّف হয়েছে।

২. قصر : আসল সাকিনের স্থলে যে অস্থায়ী হরকত (যবর) দেওয়া হয়েছে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখলে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হবে।

নোট : শব্দার্থ : التقاء الساكنين অর্থ দুই সাকিন একত্রিত হওয়া অর্থাৎ একস্থানে দুইটি সাকিন হরফ আসা, حالت وصل : মিলিয়ে পড়ার অবস্থা, افضل : উত্তম, حركت عارض : অস্থায়ী হরকত, غرض : উদ্দেশ্য, কারণ, تفخيم : পুর, ترقيق : বারিক।

নোট: الم পড়ে ওয়াকফ করলে সাকিন হরফে হরকত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যথা الم- ذلك الكتاب কিন্তু সূরা আলে ইমরানের শুরুতে الم এর সাথে الله শব্দ মিলিয়ে পড়তে আলোচিত কায়দার প্রয়োজন হয়। الم এর শেষ হরফটি হলো م। পূর্বে আলোচনা করেছি যে م হরফটি বানান করতে তিনটি হরফের প্রয়োজন হয় م-ي-م = مِيْمْ এখানে মদের ইয়া এর পর সাকিন হয়েছে এ কায়দা মুতাবিক এখানে অর্থাৎ আলে ইমরানের শুরুতে مد لازم حرفي مخفف হয়েছে।

আবার বানানের দিকে লক্ষ্য করুন, প্রথম মীমের পর ي ও م এ দুইটি হরফ এক সাথে সাকিন হয়েছে। যাকে التقاء الساكنين বলে। এখন একত্রে দুইটি সাকিন হরফ রেখে الله শব্দ মিলিয়ে পড়া মুশকিল। কাজেই শেষের মীম ছাকিনের উপর যবর দেওয়া হলো। যবর দেওয়ার পর প্রশ্ন দাঁড়ায়, এখন আসল মদ রয়েছে কিনা ? অর্থাৎ الم- ذلك الكتاب এর মতো الم الله এর শেষ মীমকে লম্বা করে পড়া হবে কি না? উত্তর হলো এখানে দুই নিয়মে পড়া যাবে:

১. অস্থায়ী হরকত যবরের দিকে লক্ষ্য করে কসর করবেন। কেননা যবর দেওয়ায় مِيْمَ হয়েছে। সাধারণ কায়দা মুতাবিক এখানে ي সাকিন তার আগে যের হয়েছে। কাজেই مدقصر হবে।

২. مد لازم আদায় করবেন।

এখানে উভয় নিয়মে পড়তে পারবেন। তবে সনদপ্রাপ্ত কারীগণ নিজ নিজ উস্তাদকে অনুসরণ করবেন। আমাদের উস্তাদ ছাহেব কিবলাহ (র.) কসর করতেন।

تنبيه ثانى দ্বিতীয় তানবীহ

يٰسٓ والقران ও نٓ والقلم এ দুই জায়গায় যে, 'নুন' রয়েছে ইমাম হাফস (র.)-এর মতে ওয়াকফ ও ওছল উভয় অবস্থায় এ নুনকে জাহির করে পড়তে হবে।

تنبيه ثالث তৃতীয় তানবীহ

سورة حجرات এর মধ্যে بِئْسَ الِاسْمُ এসেছে। الِاسْمُ পড়ে ওয়াকফ করে পুনরায় শুরু করার সময় দুইটি নিয়ম রয়েছে।

১. হামযা হতে পুনরায় শুরু করা অর্থাৎ اَلِاسْمُ (اَلِسْمُ) বলে পুনরায় শুরু করা। এ নিয়ম উত্তম।

২. লাম হতে পুনরায় শুরু করা অর্থাৎ لِسْمُ পড়া।

নোট : এখানে সর্বাবস্থায় লামের নিচে যের হবে।

حالت وصل میں ھا ضمیر کا حکم

ওছল অবস্থায় ھا ضمیر এর হুকুম

وصل ھا ضمیر যখন দুটি হরকতওয়ালা হরফের মাঝখানে আসে এবং ২য় হরকতওয়ালা হরফটি হামযা ব্যতীত অন্য কোনো হরফ হয়, তখন ھا ضمیر পড়ার সময় مد طبعی আদায় করতে হয়। এর নাম صلة قصيرة

যেমনঃ اِنَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا

যদি হরকতওয়ালা ২য় হরফটি হামযা হয় তবে مد منفصل এর মতো লম্বা করে পড়তে হয়। একে صلة طويلة বলে।

যেমন : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ

যদি ه দুটি সাকিন হরফের দরমিয়ানে আসে, তবে মোটেই মদ হবে না।

যেমন عَلَيْهُ اللّٰهَ

এভাবে যদি ه এর আগে হরকতওয়ালা হরফ (حرف متحرك) আসে এবং পরে সাকিন হরফ আসে, তবুও মদ হবে না। যেমন : اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ

যদি আগের হরফ সাকিন ও পরের হরফ متحرك হয়, তবে ইমাম হাফস (র.)-এর মতে মদ হবে না। যেমনঃ فِيْهِ هُدًي

তবে সূরা ফুরকানে فِيْهٖ مُهَانًا স্থলে ইমাম হাফস (র.)-এর মতে مد طبعی হবে। এ ছাড়া অন্য স্থানে মদ হবে না।

مانفقة –لَمْ يَنْتَهِ ইত্যাদিতে মদ হবে না। কারণ এখানে هاء টি ضمير নয়; বরং মূল শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

নোট: ধারাবাহিক কয়েকটি মিছাল দিয়ে ضمير ها সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । নিচে মিছালসহ এক নজরে আবার পেশ করা হলো।

১. اِنَّهُ كَانَ بِه بَصِيْرًا

২. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَه اِلَّا الله

৩. عَلَيْهُ الله

৪. اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ

৫. فِيْهِ هُدًي

১ নং মিছালে ه এর আগে ও পরে হরকত ওয়ালা হরফ। এখানে مد طبعي হবে। এর নাম صلة قصيرة

২ নং মিছালে ه এর আগে ও পরে হরকতওয়ালা হরফ; কিন্তু পরের হরকতওয়ালা হরফটি হামযা। এখানে مد منفصل হবে। একে صلة طويلة বলে।

৩ নং মিছালে ه এর আগে ও পরে সাকিন হরফ। এখানে মদ হবে না।

৪ নং মিছালে ه এর আগে متحرك (হরকতওয়ালা) হরফ, পরে সাকিন হরফ। এখানেও মদ হবে না।

৫ নং মিছালে ه এর আগে সাকিন হরফ, পরে متحرك (হরকতওয়ালা) হরফ, ইমাম হাফস (র.)-এর মতে এখানে মদ হবে না।

তানবীহাত

প্রথম তানবীহ :

কুরআন শরীফে ১২টি শব্দে ه সাকিন লিখা হয়েছে। ইমাম হাফস (র.) উক্ত ه গুলিকে ওয়াকফ ও ওছল উভয় অবস্থায় সাকিন পড়েছেন। ১২টি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক	সূরার নাম	শব্দ	ক্রমিক	সূরার নাম	শব্দ
১	بقرة	لَمْ يَتَسَنَّهْ	২	انعام	اِقْتَدِهْ
৩	اعراف	اَرْجِهْ	৪	شعراء	اَرْجِهْ
৫	نمل	فَاَلْقِهْ	৬	حَاقَّة	كِتَابِيَهْ
৭	حَاقَّة	كِتَابِيَهْ	৮	حَاقَّة	حِسَابِيَهْ
৯	حَاقَّة	حِسَابِيَهْ	১০	حَاقَّة	مَالِيَهْ
১১	حَاقَّة	سُلْطَانِيَهْ	১২	القارعة	مَاهِيَهْ

দ্বিতীয় তানবীহ:

কুরআন শরীফে ৬টি শব্দে ওয়াকফ করার সময় এক আলিফ পরিমাণ মদ করতে হয়।

সূরা কাহফে لٰكِنَّا

সূরা আহযাবে اَلظُّنُوْنَا – الرَّسُوْلَا – السَّبِيْلَا

ইনসান (দাহ্র) সূরায় سَلَاسِلَا – قَوَارِيْرَا

নোটঃ উপরোক্ত শব্দগুলো ওছলের অবস্থায় মদ ছাড়া এবং ওয়াকফের অবস্থায় এক আলিফ পরিমাণ মদসহ হবে।

দাহ্‌র সূরায় পরপর দুই আয়াতে قَوَارِيْرَا শব্দ এসেছে। প্রথম قَوَارِيْرَا এর মধ্যে ওয়াকফ করলে এক আলিফ পরিমাণ মদ হবে। ওছল অবস্থায় মদ হবে না।

দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا এর মধ্যে ওয়াকফ ও ওছল কোনো অবস্থায় ইমাম হাফসের মতে মদ হবে না। দ্বিতীয় قَوَارِيْرَا এর মধ্যে ওয়াকফ করলে ر সাকিন হবে।

তৃতীয় তানবীহ :

متكلم مفرد ضمير এর উপর وقف করলে ১ আলিফ পরিমাণ মদ করতে হয়। ওছল অবস্থায় মোটেই মদ হবে না।

যেমন : اَنَا اَعْلَمُ – اَنَا بَشَرٌ – اَنَا اَكْثَرُ

চতুর্থ তানবীহ :

নমল সূরায় فَمَا آتَانِيَ পড়ে ওয়াকফ করলে ওয়াকফ করার ২টি নিয়ম জায়িয।

ক. নুনের যেরকে লিখন পদ্ধতির অনুসরণে এক আলিফ লম্বা করা।

খ. ي কে حذف করে নুনকে সাকিন করা।

পঞ্চম তানবীহ :

নিম্ন উদ্ধৃত রূম সূরার ৫৪ নং আয়াত শরীফে ضعف শব্দ তিনবার এসেছে। ইমাম হাফস (র.)–এর মতে এ তিন শব্দের ض হরফে পেশ অথবা যবর দিয়ে পড়া জায়িয আছে। ইমাম হাফস (র.)–এর উভয় অভিমত নির্ভরযোগ্য।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

وقف اور سکتہ کا بیان

ওয়াকফ ও সাকতার বর্ণনা

وقف শব্দের আভিধানিক অর্থ থেমে যাওয়া। কারীগণের পরিভাষায় কিরাত শুরু করার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক এক শ্বাস গ্রহণ করার পরিমাণ সময় আওয়াজ বন্ধ করে থেমে যাওয়াকে وقف বলা হয়।

ওয়াকফ তিন প্রকার যথা :

اختباري (ইখতেবারী)

اضطراري (ইদতেরারী)

اختياري (ইখতিয়ারী)

وقف اختباري (ওয়াকফে ইখতেবারী)

ওয়াকফে ইখতেবারী সেই وقف যা লিখন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। এ ওয়াকফ করা হয় مقطوع কে موصول হতে এবং প্রকাশিত কে উহ্য হতে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবার জন্য। তাছাড়া পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তর অথবা وقف এর নিয়ম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেও তা করা হয়।

وقف اضطراري (ওয়াকফে ইদতেরারী)

শ্বাস রাখতে কষ্ট হলে, অপারগ হয়ে পড়লে, ভুল হলে অথবা এ ধরনের কোনো কারণ দেখা দিলে যে ওয়াকফ করা হয় তাকে ওয়াকফে ইদতেরারী বলে। যে কোনো কলিমায় এ ধরনের ওয়াকফ করা জায়িয আছে। তারপর এ কলিমা যদি প্রথমে আসার যোগ্যতা রাখে তবে উক্ত কলিমা হতে পুনরায় পড়া শুরু করতে হবে। অন্যথায় তার পূর্ব হতে শুরু করবেন।

وقف اختياري (ওয়াকফে ইখতিয়ারী)

যে ওয়াকফ কোনো কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তাকে ওয়াকফে ইখতিয়ারী বলে।

ওয়াকফকে ইখতিয়ারীর প্রকার সম্পর্কে বিবিধ অভিমত রয়েছে। অনেকের মতে ৩ প্রকার, অনেকের মতে ৪ প্রকার, আবার অনেকের মতে ৫ প্রকারেরও বেশি। অনেকে পরিস্কার শ্রেণি বিভক্তি না করে স্তর বিশ্লেষণ করেছেন। মোট কথা প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারে কোনো দ্বন্ধের সৃষ্টি হয়নি। গ্রহণযোগ্য উত্তম অভিমত অনুসারে وقف ৪ প্রকার। যথা :

১. تام (তাম), ২. كافي (কাফি), ৩. حسن (হাসান), ৪. قبيح (কাবীহ)।

وقف تام (ওয়াকফে তাম)

وقف تام এমন একটি কালিমার উপর وقف করা, যার শব্দগত ও অর্থগত কোনো সম্পর্ক পূর্বের সাথেও নেই, পরের সাথেও নেই। এ وقف আয়াতের শেষে হয়ে থাকে। যেমন : وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আয়াত শেষ করে ওয়াকফ করা এবং اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হতে শুরু করা।

কোনো কোনো সময় وقف تام করার জন্য বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। এ শ্রেণির وقف কে وقف لازم বলা হয়।

যেমন لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ এ আয়াত পড়ে ওয়াকফ করা। এরপর اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا থেকে শুরু করা। এখানে যদি পূর্বোক্ত আয়াতে না থেমে পরবর্তী আয়াত পড়া হয় তবে শ্রবণকারী এমন একটি মর্ম বুঝে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে যা খারাপ।

সুতরাং বাক্য ও বর্ণনা শেষ হলো কি না সে দিকে কারীগণের লক্ষ্য রাখা জরুরী। একটি বাক্যের শেষাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যের প্রথমাংশ মিলে গেল কি না, তাও লক্ষ্য রাখা জরুরী, যাতে সংমিশ্রণ না হয় এবং শ্রোতারা সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন।

ওয়াকফ করা জরুরী এমন স্থানে তিলাওয়াতকারী যদি মিলিয়ে পড়েন, তবে শ্রবণকারীর পক্ষে একটি ভুল অর্থ বুঝে নেওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

وقف كافى (ওয়াকফে কাফী)

এমন একটি শব্দে ওয়াকফ করা, যার সম্পর্ক অর্থের দিক থেকে পূর্বের সাথেও আছে, পরের সাথেও আছে, কিন্তু শব্দগত কোনো সম্পর্ক নেই। এর পর হতে তিলাওয়াত শুরু করা উত্তম।

যেমন : اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ পড়ে ওয়াকফ করা এবং خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হতে আরম্ভ করা।

وقف حسن (ওয়াকফে হাসান)

এমন শব্দে ওয়াকফ করা যার মধ্যে বাক্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও এ শব্দের সম্পর্ক শব্দগতভাবে পূর্বের সাথেও আছে, পরের সাথেও আছে। 'হাসান' এ জন্য নাম রাখা হয়েছে যে এখানে নীরব থাকা উত্তম বা হাসান।

এ শব্দ আয়াতের শেষে হতে পারে অথবা অন্য জায়গায়। যেমন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে ওয়াকফ করা ভালো। কেননা এ আয়াতের পরবর্তী অংশ শুরুর অর্থ প্রকাশ করছে।

بسم الله ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর উপর ওয়াকফ করা উত্তম, তবে শুরুর বিবেচনায় নয়।

وقف قبيح (ওয়াকফে কাবীহ)

وقف قبيح হলো এমন কোনো শব্দ পাঠ করে থেমে যাওয়া, যে শব্দের সাথে পরের শব্দের শব্দগত ও অর্থগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

যেমন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করার সময় بِسْمِ পড়ে ওয়াকফ করা, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করার সময় اَلْحَمْدُ পড়ে ওয়াকফ করা।

قبيح শব্দের অর্থ খারাপ, এ ওয়াকফকে قبيح নামে আখ্যায়িত করা হয়, কেননা এ ওয়াকফ এমন স্থানে করা হয় যেখানে কালাম বা বাক্য শেষ হয়

না এবং সঠিক অর্থও প্রকাশ পায় না। ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের ওয়াকফ করা জায়িয নয়। তবে শ্বাস নিঃশেষ হয়ে গেলে অথবা হাঁচি ইত্যাদির কারণে অপারগ অবস্থায় এ ওয়াকফ করলে জায়িয হবে।

অপারগ অবস্থায় ওয়াকফ করলে পুনরায় এ শব্দ হতে অথবা তার পূর্বের শব্দ হতে পড়তে হবে। অর্থাৎ এ শব্দ হতে পড়লে অর্থ সঠিক থাকলে এ শব্দ হতে পড়বেন। যদি অর্থে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে পূর্ব হতে পড়বেন।

إِنَّ اللهَ لَايَهْدِى এবং إِنَّ اللهَ لَايَسْتَحْى পাঠ করে ওয়াকফ করা খুবই খারাপ। কারণ এ ধরনের ওয়াকফ করলে তার দ্বারা এমন অর্থ প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ তাআলার পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে এমন মন্দ ধারণার সৃষ্টি করে যা তাঁর ক্ষেত্রে মোটেই সমীচীন নয়।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ পড়ে ওয়াকফ করা قبيح কেননা আয়াতের অবশিষ্টাংশে মুসল্লিগণের যে সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে তা বাদ পড়ায় একটি বাতিল অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ পাঠ করে ওয়াকফ করা। কেননা এ ওয়াকফের কারণে যে অর্থ প্রকাশ পাবে তা দ্বারা ধারণা হতে পারে যে নামায ত্যাগ করলে কোনো অপরাধ হয় না।

অনুরূপভাবে لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا পড়ে ওয়াকফ করে إِنَّ اللهَ ثالث ثلاثة পড়তে আরম্ভ করা অথবা إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ পাঠ করতে আরম্ভ করা। কেননা এভাবে ওয়াকফ করলে মুসলমাগণের আকীদার খেলাফ অর্থ প্রকাশ পাবে।

উলামায়ে কিরামের এক দলের মতে এ ধরনের ওয়াকফ যে ব্যক্তি করবে তিনি যদি এ ওয়াকফের দ্বারা সৃষ্ট বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন এবং পুনরায় বাক্যকে মিলিয়ে সংশোধন করে পাঠ করেন তবে গোনাহ হবে না।

আবার কারো কারো মতে এ ওয়াকফ যারা করবেন, তাদের অবস্থা তিনটির একটি হবে: ১. এ ব্যক্তি অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞাত, ২. অপারগ অবস্থায় ওয়াকফ করবেন, ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াকফ করবেন।

যদি কেউ অজ্ঞাত অবস্থায় এ ধরনের ওয়াকফ করেন তবে কোনো গোনাহ হবে না। যদি অপারগ অবস্থায় করেন এবং পূর্বের সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন ও বাতিল অর্থে বিশ্বাসী না হন, তবে কোনো গোনাহ হবে না। কারো কারো মতে এমতাবস্থায় অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বাক্যের অবশিষ্ট অংশকে না মিলালে গোনাহগার হবেন।

এ ধরনের ওয়াকফ করার সময় ওয়াকফ দ্বারা সৃষ্ট বাতিল অর্থে বিশ্বাস করলে কাফির হয়ে যাবে। العياذ بالله (আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি)

ওয়াকফের শ্রেণি, ওয়াকফের নিয়ম ও অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো। এখন সাকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

سكتة সাকতা

কোনো শব্দ উচ্চারণ করে শ্বাস গ্রহণ না করে (সামান্য থেমে) পরের শব্দকে পূর্বের শব্দ হতে আলাদা করে ফেলাকে সাকতা বলে।

অনেক আলিমের মতে শ্বাস গ্রহণ না করে দুই হরকত পরিমাণ থামাকে সাকতা বলা হয়।

ইমাম হাফস (র.)-এর মতে, কুরআন শরীফে চার স্থানে সাকতা রয়েছে।

১ম সাকতা كهف সূরায়: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا

সূরা কাহাফের উক্ত সাকতা সম্পর্কে আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ মুহতারাম জনাব ফুলতলী ছাহেব (র.) -কে তাঁর দুই জন উস্তাদ দু'টি নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।

১ম নিয়ম : রঈসুল কুররা শায়খ আহমদ হিজাযী মক্কী (র.) বলেছেন- عِوَجًا শব্দের আলিফের মদ আদায় করার পর শ্বাস গ্রহণ না করে দুই হরকত পরিমাণ থেমে قَيِّمًا হতে পড়া আরম্ভ করা।

২য় নিয়ম : মাওলানা কারী আব্দুর রউফ শাহবাজপুরী করমপুরী (র.) বলেছেন- عِوَجًا শব্দের তানবীন আদায় করার পর সাকতা করে قَيِّمًا হতে পড়া আরম্ভ করা।

প্রকাশ থাকে যে আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ ছাহেব ২য় নিয়মে তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন।

২য় ছাকতা يس সূরায় : مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا পাঠ করতে مَرْقَدِنَا শব্দের আলিফের মদ আদায় করে শ্বাস গ্রহণ না করে দুই হরকত পরিমাণ থেমে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰن পাঠ করা।

৩য় ছাকতা قِيامه সূরায় : وَقِيْلَ مَنْ পাঠ করতে مَنْ শব্দের ن হরফ উচ্চারণ করে শ্বাস গ্রহণ না করে দুই হরকত পরিমাণ থেমে رَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّه الْفِرَاق পাঠ করা।

৪র্থ ছাকতা مُطَفِّفِيْنَ সূরায় : كَلَّا بَلْ পাঠ করতে بَلْ শব্দ উচ্চারণ করে শ্বাস গ্রহণ না করে দুই হরকত পরিমাণ থেমে رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ পাঠ করা।

مقطوع اور موصول کا بیان

مقطوع ও موصول এর বর্ণনা

مقطوع শব্দের অর্থ আলাদা ও موصول শব্দের অর্থ সংযুক্ত। কুরআন শরীফে কয়েকটি শব্দ কোনো কোনো স্থানে পরের শব্দের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় আবার কোনো কোনো স্থানে পরের সাথে সংযুক্ত না হয়ে আলাদাভাবে এসেছে। প্রথম অবস্থাকে موصول ও দ্বিতীয় অবস্থাকে مقطوع বলা হয়।

কুরআন কারীমে কোনো শব্দ কোন কোন স্থানে مقطوع ও কোন কোন স্থানে موصول সে সম্পর্কে কারীগণের অবগত থাকা জরুরী। কেননা مقطوع ও موصول সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কারী ছাহেব স্বাভাবিক অবস্থায় ও অপারগ অবস্থায় ওয়াকফের নিয়মও শিখতে পারবেন।

(ফুলতলী ছাহেব কিবলা (র.)-এর উস্তাদ রঈসুল কুররা আহমদ হিজাযী (র.) উক্ত বিষয়ে ১৬টি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন। যথাক্রমে ১৬টি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হলো।)

প্রথম উদ্ধৃতি:

اَنْ শব্দ না সূচক لا হতে ১০ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	اعراف সূরায়	أَنْ لَّا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ
২	اعراف সূরায়	أَنْ لَّا يَقُولُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
৩	সূরায় توبة	أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا اِلَيْهِ
৪	সূরায় هود	أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
৫	সূরায় هود	أَنْ لَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
৬	সূরায় حج	أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا
৭	সূরায় يٰس	اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ
৮	সূরায় دخان	أَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللهِ
৯	সূরায় ممتحنة	اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا
১০	সূরায় نُوْن	أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ

انبياء সূরার নিম্নলিখিত আয়াতে مقطوع ও موصول উভয় অভিমত রয়েছে।

أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

উল্লেখিত স্থানসমূহ ছাড়া অন্যান্য সব স্থানে লিখতে ও পড়তে موصول

যেমন : সূরা হূদে أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ

সূরা তা-হায় أَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا

প্রকাশ থাকে যে, اِنْ شرطيه না সূচক لا এর সাথে সবস্থানে موصول। এতে কোনো মতভেদ নেই।

যেমন : সূরা আনফালে : إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ

সূরা তাওবায় : إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি:

اَنْ শব্দ لَنْ এর সাথে কেবলমাত্র দুই স্থানে লেখতে ও পড়তে موصول হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় كهف	أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا
২	সূরায় قيامه	أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

অন্যান্য সব স্থানে مقطوع হয়েছে। যেমন:

أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُول — সূরায় فتح

أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ — সূরায় مزمل

তৃতীয় উদ্ধৃতি :

اِنْ শব্দ لَمْ এর সাথে মাত্র এক স্থানে লেখতে ও পড়তে موصول হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় هود	فَإِ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا

অন্যান্য সব স্থানে مقطوع হয়েছে। যেমন:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَم — সূরায় قصص

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ — সূরায় احزاب

اَنْ শব্দ لم এর সাথে সর্ব সম্মতিক্রমে مقطوع হয়েছে। যেমন:

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় انعام	ذٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
২	সূরায় بلد	أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَه أَحَدٌ

চতুর্থ উদ্ধৃতি :

إنْ شرطيه অর্থাৎ যে إنْ শব্দ শর্ত প্রয়োগের অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই ان।

শব্দ ما হতে মাত্র এক স্থানে مقطوع

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	رعد সূরায়	وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

অন্য সব স্থানে লেখতে ও পড়তে موصول হয়েছে। যেমন:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ- وَإِمَّا تَخَافَنَّ — انفال সূরায়

তবে اَنْ শব্দ ما এর সাথে সব স্থানে লেখতে ও পড়তে موصول হয়েছে।

এতে কোনো মতভেদ নেই। যেমন:

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	انعام সূরায়	أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
২	نمل সূরায়	أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

পঞ্চম উদ্ধৃতি :

اِنَّ শব্দ مَا হতে ১ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরার নাম	আয়াত
১	انعام সূরায়	إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ

তাছাড়া সব স্থানে موصول হয়েছে। যেমন:

إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ — نساء সূরায়

إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ — ذريات সূরায়

نحل সূরার নিম্নলিখিত স্থানে مقطوع ও موصول উভয় মত রয়েছে:

إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

ষষ্ঠ উদ্ধৃতি :

اَنَّ শব্দ مَا হতে ২ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	حج সূরায়	وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
২	لقمٰن সূরায়	وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

তবে انفال সূরার নিম্নলিখিত আয়াতে মতভেদ রয়েছে। তবে وصل সুপ্রসিদ্ধ।

আয়াতটি হলো : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ

অন্য সব স্থানে লেখতে ও পড়তে موصول হয়েছে। যেমন :

مائدة সূরায় — وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

تغابن সূরায় — وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

সপ্তম উদ্ধৃতি :

اَمْ শব্দ مَنْ হতে ৪ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	نساء সূরায়	أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
২	توبة সূরায়	أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ
৩	صٰفّٰت সূরায়	أَمْ مَنْ خَلَقْنَا
৪	فُصِّلت সূরায়	أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا

অন্য সব স্থানে اَمْ শব্দের মীমকে مَنْ শব্দের মীমের মধ্যে এদগাম করে

موصول হয়েছে। এ অবস্থায় লেখা হয় এবং পড়া হয়। যেমনঃ

اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْ يونس সূরায়

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ– اَمَّنْ خَلَق نمل সূরায়

অষ্টম উদ্ধৃতি :

مِنْ হরফে জার مَا মওছুল হতে ৩ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	نساء সূরায়	فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
২	روم সূরায়	هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم
৩	منافقون সূরায়	وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ

শেষোক্ত (তৃতীয়) স্থানে مقطوع ও موصول সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। কারো নিকট موصول আবার কারো নিকট مقطوع ।

এছাড়া সব স্থানে موصول হবে। যেমনঃ

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا– وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ بقرة সূরায়

প্রকাশ থাকে যে مِنْ হরফে জার مَنْ শব্দের সাথে সব স্থানে লিখতে ও পড়তে موصول হবে। যেমনঃ

مِمَّنْ كُنْتُمْ– مِمَّنْ مَنَعَ بقرة সূরায়

নবম উদ্ধৃতি :

عَنْ শব্দ مَا মওছুল হতে ১ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	اعراف সূরায়	عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ

অন্য সব স্থানে موصول যেমন : عَمَّا يَعْمَلُوْنَ– عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ

প্রকাশ থাকে যে, عَنْ শব্দ مَنْ মাওছুল এর সাথে مقطوع এতে দ্বিমত নেই।

এটি কুরআন শরীফে মাত্র দুই স্থানে রয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	نور সূরায়	وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ
২	نجم সূরায়	فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى

দশম উদ্ধৃতি :

أَيْنَ শব্দ مَا শব্দের সাথে ২ স্থানে موصول । এতে কোনো মতভেদ নেই।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ
২	نحل সূরায়	أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَايَأْتِ بِخَيْرٍ

নিম্নোক্ত ৩টি স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়িয।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	نساء সূরায়	أَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ
২	شعراء সূরায়	أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ
৩	احزاب সূরায়	أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوْا

এছাড়া সবস্থানে مقطوع এতে কোনো দ্বিমত নেই। যেমন:

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا — بقرة সূরায়

قَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ — اعراف সূরায়

একাদশ উদ্ধৃতি :

كُلِّ শব্দ مَا হতে ১ স্থানে مقطوع হয়েছে। এতে কোনো মতভেদ নেই।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় ابراهيم	وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ

৪টি স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়িয।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় نساء	كُلَّمَا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوْا فِيهَا
২	সূরায় اعراف	كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا
৩	সূরায় مؤمنون	كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُوْلُهَا
৪	সূরায় ملك	كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ

এছাড়া সব স্থানে موصول হয়েছে। যেমন:

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا — بقرة সূরায়

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ — بقرة সূরায়

দ্বাদশ উদ্ধৃতি :

بِئْسَ শব্দ مَا এর সাথে ২ স্থানে موصول হয়েছে।

ক্রমিক,	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
২	اعراف সূরায়	بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِي مِنْ بَعْدِي

১টি স্থানে مقطوع ও موصول উভয় অবস্থা জায়িয।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ

এছাড়া সব স্থানে مقطوع হয়েছে। যেমন:

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ — بقرة সূরায়

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ — ال عمران সূরায়

প্রকাশ থাকে যে حيث শব্দ ما হতে সব স্থানে مقطوع হয়েছে। এতে কোনো মতভেদ নেই।

যেমন:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَه — بقرة সূরায়

ত্রয়োদশ উদ্ধৃতি :

كَيْ শব্দ না সূচক لا এর সাথে ৪ স্থানে موصول হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	ال عمران সূরায়	لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
২	حج সূরায়	لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
৩	أحزاب সূরায়	لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
৪	حديد সূরায়	لِكَيْ لَا تَأْسَوْا

এছাড়া সবস্থানে مقطوع হয়েছে। যেমনঃ

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا — نحل সূরায়

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ — أحزاب সূরায়

চর্তুদশ উদ্ধৃতি :

فِي শব্দ مَا হতে ১১ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ
২	مائدة সূরায়	وَلٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم
৩	انعام সূরায়	قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
৪	انعام সূরায়	لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
৫	انبياء সূরায়	وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
৬	সূরায় نور	لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ
৭	সূরায় شعراء	أَتُتْرَكُوْنَ فِي مَا هٰهُنَا آمِنِيْنَ
৮	সূরায় روم	شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
৯	সূরায় زمر	فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ
১০	সূরায় زمر	فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ
১১	সূরায় واقعة	وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

তা ছাড়া সব স্থানে موصول হয়েছে। যেমন :

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ সূরায় بقرة
يَخْتَلِفُونَ–

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

পঞ্চদশ উদ্ধৃতি:

হরফে জার 'ل' তার মাজরুর হতে ৪ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় نساء	فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ
২	সূরায় فرقان	مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ
৩	সূরায় كهف	مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ
৪	সূরায় معارج	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوْا

তা ছাড়া সব স্থানে موصول হয়েছে। যেমন:

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى	والليل সূরায়
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ	غافر সূরায়

ষষ্ঠদশ উদ্ধৃতি :

يَوْمَ শব্দ هم হতে ২ স্থানে مقطوع হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	غافر সূরায়	يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ
২	الّذاريات সূরায়	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ

এছাড়া সব স্থানে موصول হয়েছে। যেমন:

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُوْنَ	زخرف সূরায়
يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُوْنَ	طور সূরায়

হামযা সম্পর্কে আলোচনা

কুরআন শরীফের সব হামযাকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন :

১. হামযায়ে কেতয়ী (همزة قطعي)

২. হামযায়ে ওছলী (همزة وصلي)

১. হামযায়ে কেতয়ী (همزة قطعي) : শুরুতে আসলে যেমন প্রকাশিত থাকে তেমন وصل অবস্থায় আসলেও প্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় (همزة قطعي) কে সর্বাস্থায় উচ্চারণ করতে হয়। এ হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

২. হামযায়ে ওছলী (همزة وصلي) : কেবল মাত্র শুরুতে আসলে প্রকাশিত থাকে এবং وصل অবস্থায় উহ্য থাকে। অর্থাৎ همزة وصلي যদি তিলাওয়াত শুরু করার সময় অথবা ওয়াকফের পর অন্য কোনো আয়াত শুরু করার সময় আসে, তবে এ হামযাকে উচ্চারণ করতে হয়। এই হামযা اسم ও فعل উভয়ের মধ্যে আসে।

همزة قطعي যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হামযা, তাই এর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। همزة وصلي সব সময় সমান অস্থায় থাকে না, তাই এ হামযা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

همزة وصلي সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

ال যুক্ত করে যে اسم কে معرفه করা হয় তার হামযা همزة وصلي। সবসময় এ হামযার উপর فتح (যবর) দিয়ে পড়তে হয়।

যেমন : اَلْحَمْدُ– اَلشَّكُوْر– اَلْوَاحِدُ

তবে ৬টি শব্দে همزة استفهام যুক্ত হওয়ায় همزة قطعي হয়ে গেছে। নিম্নে এ ছয়টি শব্দ দেয়া হলো:

قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ	انعام সূরায় ২স্থানে
آلْئٰنَ	يونس সূরায় ২স্থানে
قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ	يونس সূরায় ১স্থানে
آللّٰهُ خَيْرٌ	نمل সূরায় ১স্থানে

যে اسمْ কে ال যুক্ত করে معرفه করা হয়নি তার হামযা قطعي, তবে এ ধরনের ৭টি শব্দের হামযা وصلي এবং এ হামযাগুলিকে كسرة বা যের দিয়ে পড়তে হয়। এ ৭টি শব্দ হলো:

اِسْمٌ– اِثْنَتَانِ– اِثْنَانِ– اِمْرَءَةٌ– اِمْرُءٌ – اِبْنَةٌ– اِبْنٌ

فعل এর মধ্যেও همزة وصلي এসে থাকে। তবে তা সবসময় ৫ হরফ দ্বারা গঠিত অথবা ৬ হরফ দ্বারা গঠিত فعل ماضي এর মধ্যে এসে থাকে।

যেমন : اِتَّخَذُوا– اِتَّبَعُوْا– اِضْطَرَّ– اِجْتَثَّتْ

তবে এ ধরনের ৭টি فعل এর মধ্যে استفهام همزة যুক্ত হওয়ায় সেগুলোর হামযা همزة قطعي হয়েছে। এ হামযা সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয়। নিম্নে এ ৭টি فعل দেয়া হলো।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	قُلْ اَتَّخَذْتُمْ
২	مريم সূরায়	اَطَّلَعَ الْغَيْبَ
৩	سبا সূরায়	اَفْتَرٰى عَلَى اللهِ
৪	ص সূরায়	اَتَّخَذْنَاهُمْ
৫	ص সূরায়	اَسْتَكْبَرْتَ
৬	صافات সূরায়	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ
৭	منافقون সূরায়	اَسْتَغْفَرْتَ

৫ হরফ দ্বারা গঠিত ও ৬ হরফ দ্বারা গঠিত فعل এর امر ও مصدر এর উপরও همزة وصلي এসে থাকে।

যেমন : اِتَّبِعْ– اِخْتِلَافًا– اِسْتِكْبَارًا

৩ হরফ দ্বারা গঠিত امر এর মধ্যেও همزة وصلي এসে থাকে।

যেমন : اُنْظُرْ– اُذْكُرْ

বর্ণিত فعل সমূহে যত হামযা এসেছে সবই وصلي

বর্ণিত فعل সমূহের যে কোনো একটি فعل পড়তে আরম্ভ করলে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তৃতীয় হরফটির অবস্থা কি। তৃতীয় হরফটি যদি مفتوح

অর্থাৎ যবর বিশিষ্ট অথবা مكسور অর্থাৎ যের বিশিষ্ট হয়, তবে হামযাকে যের দিয়ে পড়বেন।

যদি তৃতীয় হরফ ضمة لازم অর্থাৎ স্থায়ী পেশ বিশিষ্ট হয়, তবে পেশ দিয়ে পড়বেন। ضمة عارض তথা অস্থায়ী পেশ থাকলে আসলের দিকে লক্ষ্য করে যের দিয়ে পড়বেন।

কুরআন শরীফে তৃতীয় হরফে অস্থায়ী পেশওয়ালা ৪টি শব্দ রয়েছে।

اِئْتُوْا– اِقْضُوْا– اِمْشُوا– اِبْنُوْا

এ শব্দগুলোর তৃতীয় হরফে ضمة عارض বা অস্থায়ী পেশ রয়েছে। এ ৪টি শব্দ মুলতঃ নিম্নরূপ ছিল।

ক্রমিক	আসল রূপ	পরিবর্তিত রূপ
১	اِبْنِيُوْا	اِبْنُوْا
২	اِمْشِيُوْا	اِمْشُوْا
৩	اِقْضِيُوْا	اِقْضُوْا
৪	اِئْتِيُوْا	اِئْتُوْا

উল্লেখিত উদাহরণসমূহে তৃতীয় হরফে অস্থায়ী পেশ এসেছে। মূল পেশগুলি ي হরফের উপর এসেছে। উচ্চারণের পক্ষে শক্ত হওয়ায় ي হরফ হতে পেশ দূর করা হলো। তারপর দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় ي কে বিলুপ্ত করে যথাক্রমেঃ ن – ش – ض – ت হরফে و হরফের অনুপাতে পেশ দেওয়া হলো।

تاکا بیان

'তা' এর বর্ণনা

তায়ে মাজরুরা (تائے مجرورة)

যে 'তা' وصل ও وقف উভয় অবস্থায় ت থাকে তাকে تائے مجرورة বলা হয়।

এর অন্য নাম تائے تانیث।

তায়ে মারবুতা (تائے مربوطة)

যে 'তা' وصل করার সময় পড়া হয় এবং ওয়াকফের সময় ہ হয়ে যায়

তাকে تائے مربوطة বা هائے تانیث বলা হয়।

কুরআন শরীফে ১০টি শব্দকে কোনো কোনো স্থানে তায়ে মরবুতা আবার কোনো কোনো স্থানে তায়ে মাজরুরা দ্বারা লিখা হয়েছে। এ ১০টি শব্দ হলো:

رَحْمَةٌ– نِعْمَةٌ– اِمْرَأَةٌ– سُنَّةٌ– لَعْنَةٌ– كَلِمَةٌ– قُرَّةٌ– بَقِيَّةٌ– شَجَرَةٌ– جَنَّةٌ

এখন যে সকল জায়গায় এ শব্দগুলোকে তায়ে মজরুরা দিয়ে লেখা হয়েছে তার বর্ণনা করছি, যাতে জানতে পারেন যে উল্লেখিত জায়গাসমূহ ছাড়া বাকী সব জায়গাতে তায়ে এ মরবুতা রয়েছে এবং ہ অক্ষর দ্বারা ওয়াকফ হবে।

رحمت শব্দকে মজরুর 'তা' দ্বারা সাত জায়গায় লেখা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	بقرة সূরায়	يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ
২	اعراف সূরায়	إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
৩	সূরায় هود	رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
৪	সূরায় مريم	ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
৫	সূরায় زخرف	أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
৬	সূরায় روم	فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ
৭	সূরায় زخرف	وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

এ ছাড়া বাকী সব স্থানে رحمة শব্দকে তায়ে মরবুতা দ্বারা লেখা হয়েছে।

نعمة শব্দকে ১১স্থানে تاے مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	সূরায় بقرة	وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ
২	সূরায় آل عمران	وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
৩	সূরায় مائدة	وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ
৪	সূরায় ابراهيم	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ
৫	সূরায় ابراهيم	وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا
৬	সূরায় نحل	وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ
৭	সূরায় نحل	يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ
৮	সূরায় نحل	وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ
৯	সূরায় لقمان	اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهُ
১০	সূরায় فاطر	اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ
১১	طور	فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ

এ সকল স্থান ছাড়া বাকী সব জায়গায় এ শব্দকে تاءِ مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে, যাকে ওয়াকফের হালতে হা দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে।

امرأة শব্দ দ্বারা যখনই স্বামীর দিকে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তখনই تاءِ مجرورة হয়েছে। এ রকম সাত জায়গায় এসেছে। যেমন :

ক্রমিক	সূরা	আয়াত
১	آل عمران সূরায়	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
২	يوسف সূরায়	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ
৩	يوسف সূরায়	وَقَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ
৪	قصص সূরায়	وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ
৫	التحريم সূরায়	اِمْرَأَتَ نُوحٍ
৬	التحريم সূরায়	اِمْرَأَتَ لُوطٍ
৭	التحريم সূরায়	اِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

এছাড়া অন্যান্য জায়গায় تاءِ مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমনঃ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ — نساء সূরায়

وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ — نمل সূরায়

سُنَّةٌ শব্দকে ৫ জায়গায় تاء مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

ক্রমিক	সূরায়	আয়াত
১	فاطر সূরায়	قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِيْنَ
২	فاطر সূরায়	فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِيْنَ
৩	فاطر সূরায়	فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلا
৪	فاطر সূরায়	وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيْلا
৫	غافر সূরায়	سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ

এগুলো ছাড়া বাকী জায়গা সমূহে تاء مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا — اسرائيل সূরায়

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا — احزاب সূরায়

لعنت শব্দকে দুই জায়গায় تاء مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে।

ক্রমিক	সূরায়	আয়াত
১	آل عمران সূরায়	فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ
২	نور সূরায়	وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ

অন্যান্য সবস্থানে تاء مربوطة এসেছে। যেমন :

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ — بقرة সূরায়

أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ — آل عمران সূরায়

كلمت শব্দকে ৫ স্থানে تاءে مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

ক্রমিক	সূরায়	আয়াত
১	সূরায় انعام	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً
২	সূরায় اعراف	وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى
৩	সূরায় يونس	اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
৪	সূরায় يونس	وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْ
৫	সূরায় غافر	وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوْا

অন্য সব জায়গায় تاءে مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

সূরায় هود — وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

সূরায় ابراهيم — ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

بقية শব্দকে এক স্থানে تاءে مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

সূরায় هود : بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ

তাছাড়া অন্যান্য সব জায়গায় تاءে مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

সূরায় هود — أُولُوْا بَقِيَّةٍ

সূরায় بقرة — بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ

قُرَّةٌ শব্দকে কেবলমাত্র এক স্থানে تاءِ مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন:

قصص সূরায় قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ

অন্যান্য সব স্থানে تاءِ مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন :

سجدة সূরায় فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ইত্যাদি।

شجرة শব্দকে শুধুমাত্র এক স্থানে تاءِ مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন:

دخان সূরায় إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ

বাকী সব স্থানে تاءِ مربوطة ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

طه সূরায় هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

مؤمنون সূরায় شَجَرَةٌ تَخْرُجُ

جَنَّةٌ শব্দকে একটি মাত্র জায়গায় تاءِ مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে। যেমন:

وَاقِعَة সূরায় وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ

অন্যান্য সব জায়গায় تاءِ مربوطة দ্বারা লেখা হয়েছে।

যেমন: اٰل عمران সূরায় وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ইত্যাদি

فطرة শব্দকে মাত্র এক স্থানে تاءِ مجرورة দ্বারা লেখা হয়েছে।

যেমন : روم সূরায় فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

এ রকম দ্বিতীয় কোনো শব্দ পবিত্র কুরআন শরীফে নেই।

اِبْنَتُ শব্দ কুরআন কারীমে শুধুমাত্র একটি জায়গায় مجرورة تائے দ্বারা লেখা হয়েছে।

যেমন : تحريم সূরায় وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ

مَعْصِيَةٌ শব্দকে مجادلة সূরার দুই স্থানে مجرورة تائے দ্বারা লেখা হয়েছে।

যেমন: وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ (দুই স্থানে)

প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শব্দে مربوطة تائے ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের উপর ওয়াকফ করলে এ ت কে ه দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হয়।

তানবীহ تنبيه

جِمَالَتٌ শব্দকে مرسلات সূরায় مجرورة تائے দ্বারা লেখা হয়েছে। কিন্তু ইমাম হাফস (র.) একে مربوطة تائے অর্থাৎ হায়ে তানিসের সাথে ওয়াকফ করেছেন।

رسم خط کی متعلق چند مسائل

رسم خط সংক্রান্ত কতিপয় আলোচনা

কুরআন শরীফে কিছু সংখ্যক শব্দের লিখিত প্রচলনে অতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : عُلَمٰٓؤُا ও شُفَعٰٓؤُا শব্দের শেষে واو এবং الف কে অতিরিক্ত লেখা হয়েছে এবং মদের আলামত হিসাবে م এবং ع এর উপর একটি ছোট আলিফ লেখা হয়েছে।

এতে নিয়ম এই যে, শেষের আলিফে ওছল এবং ওয়াকফ কোনো অবস্থাতেই মদ করা যাবে না। এ শ্রেণির অন্যান্য শব্দকে এ শব্দগুলোর উপর আন্দাজ করা যেতে পারে।

যেমন: شُرَكٰٓؤُا– بُرَءٰٓؤُا– اَنْبٰٓؤُا– جَزٰٓؤُا

এভাবে হুদ সূরায় নিম্নলিখিত দুটি শব্দে ওছল ও ওয়াকফ কোনো অবস্থায় মদ হয় না। শব্দ দু'টি হলো يَتَفَيَّئُوا এবং تَفْتَئُوا

অনুরূপভাবে নিচের শব্দগুলোকেও এ দুটির মতো মনে করে নিতে হবে।

যেমন: يَبْدَؤُا– يَعْبَؤُا– تَظْمَؤُا– اَتَوَكَّؤُا– يَدْرَؤُا– يُنَبَّؤُا

رِبٰوا শব্দে واو এবং الف অতিরিক্ত লেখা হয়েছে। ب হরফের উপর মদের আলামতরূপে একটি ছোট الف লেখা হয়েছে।

زَكٰوة– صَلٰوة শব্দদ্বয়ে واو হরফ অতিরিক্ত লেখা হয়েছে। ل ও ك হরফের উপর মদের চিহ্নস্বরূপ ছোট الف লেখা হয়েছে। এ ধরনের অন্যান্যশব্দগুলোকেও এর মতো মনে করবেন।

যেমন : مَنٰوةَ– نَجٰوة– حَيٰوة ইত্যাদি

নিম্নলিখিত শব্দসমূহে ওয়াকফের অবস্থায় واو এর পূর্ববর্তী হরফে পেশ থাকায় مد طبعي হবে এবং ওছল অবস্থায় و হরফের উপর মদ না করে যবর দিয়ে পড়তে হয়।

শব্দগুলো হলো : لِيَرْبُوْ - نَدْعُوْ - تَتْلُوْ - نَبْلُوْ এ ধরনের আরোও শব্দ রয়েছে।

نمل সূরায় لَاَاذْبَحَنَّه শব্দে এবং مَلَائِه শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লেখা হয়েছে। উভয় শব্দে লাম অক্ষরে কোনো মদ হবে না।

اَلْمَلَؤُا শব্দ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন লাম অক্ষরের পর واو এবং الف হবে, এমতাবস্থায় واو অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। মতান্তরে কেবলমাত্র الف হবে। তখন তো আর কোনো জটিলতা থাকে না। উভয় লেখন পদ্ধতিতে ل অক্ষরে কোনো মদ হবে না।

এভাবে مِائَةٌ ও مِائَتَيْنِ শব্দে এবং لِشَايْءٍ (কাহাফ সূরায়) শব্দে আলিফ অতিরিক্ত লেখা হয়েছে।

ثَمُوْد শব্দে ৪ স্থানে আলিফ বর্ধিত করা হয়েছে।

১. হুদ সূরায় اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا

২. ফুরকান সূরায় وَثَمُوْدَا وَاَصْحَابِ

৩. আনকাবুত সূরায় وَثَمُوْدَا وَقَدْ

৪. নজম সূরায় وَثَمُوْدَا فَمَا اَبْقٰى

ইমাম হাফস (র.)-এর মতে উপরোক্ত ৪টি আয়াতে আলিফ অতিরিক্ত।

تورٰية শব্দে يا অতিরিক্ত লেখা হয়েছে। ر হরফের উপর মদের আলামত হিসাবে ছোট আলিফ লেখা হয়েছে। অনুরূপভাবে يا নিম্নলিখিত শব্দে অতিরিক্ত লেখা হয়েছে।

১. আনআম সূরায় مِنْ نَّبَائِ

২. ইউনুছ সূরায় مِنْ تِلْقَائِ

৩. নাহল সূরায় اِيْتَائِ

৪. তাহা সূরায় اٰنَائِ

৫. শুরা সূরায় مِنْ وَّرَائِ

রুম সূরায় بِلِقَائِ এবং بِقَائِ শব্দদ্বয়ে কোনো কোনো মাছহাফে يا অতিরিক্ত লেখা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ذُرِّيٰت সূরায় بِاَيْدٍ এবং ن সূরায় এবং بِاَيِّكُمُ শব্দে কোনো কোনো মাছহাফে الف অতিরিক্ত লেখা হয়েছে।

جَآؤُ এবং بَآؤُ শব্দদ্বয়ে আলিফ ছাড়াও লেখা হয়েছে। এ রকম শব্দে همزه অক্ষরে ওছল এবং ওয়াকফ উভয় অবস্থায় মদ হয়ে থাকে।

اُولِي এবং اُولُوا শব্দদ্বয়ের হামযায় মদ হবে না। তবে সূরা আ'রাফে اُوْلٰٓئِكَهُمْ এর হামযায় ইমাম হাফস (র.)-এর মতে মদ হবে।

পরিশিষ্ট

সূরার সংখ্যা

আল কুরআনুল কারীমে ১১৪ টি সূরা রয়েছে। কেউ কেউ আনফাল ও বরাত সূরাদ্বয়কে একটি সূরা হিসেবে গণনা করে কুরআন কারীমে সূরার সংখ্যা ১১৩ টি বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দুইটি আলাদা সূরা, যদিও بِسْمِ الله দ্বারা ব্যবধান করা হয়নি।

সূরা বরাতের শুরুতে بِسْمِ الله না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, জিবরাঈল (আ.) উক্ত সূরা بِسْمِ الله সহ অবতীর্ণ করেননি। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য একটি কারণও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন بِسْمِ الله নিরাপত্তামূলক এবং বরাত সূরা- তরবারীর নির্দেশসহ অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য অভিমতও বর্ণিত আছে। (الله اعلم)

আয়াতের সংখ্যা

হযরত আতা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন শরীফে ৬৬১৬ আয়াত রয়েছে। আর ময়মুন বিন মিহরান হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, বেহেশতে সর্বমোট ৬৬১৬টি স্তর রয়েছে। কুরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা ও জান্নাতের স্তর সম-পরিমাণ রয়েছে।

নোটঃ

ওয়াক্ফ নিয়ে মতভিন্নতার কারণে কুরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন গণনাপদ্ধতির মধ্যে ইখতেলাফ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম সুয়ুতী র.-এর আল ইতকানে এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আয়াত সংখ্যা ৬৬১৬ বলে উল্লেখ আছে। তবে সর্বজনস্বীকৃত গণনা অনুসারে আয়াত সংখ্যা ৬২০৪ এর কম নয় এবং ৬২৩৬ এর চেয়ে বেশি নয়। সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, কুরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। এটি নির্ভরযোগ্য নয়। কুফী গণনা অনুসারে কুরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ এবং এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

শব্দ সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে কুরআন শরীফে কলিমা বা শব্দ সংখ্যা ৭৭৯৩৪। এ ছাড়া অন্যান্য অভিমতও রয়েছে।

হরফের সংখ্যা

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বর্ণনা মতে কুরআন শরীফে দশ লক্ষ সাতাশ হাজার হরফ আছে।

কুরআন শরীফে যবর ৫৩২৪৩, পেশ ৮৮৭৪, যের ৩৯৫৮২, নুকতা ১০৫৬৮২, মদ ১৭৭১ ও তাশদীদ ১২৫৩ রয়েছে।

কুরআন শরীফ সংরক্ষণ ও সংকলন

কুরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে তিনবার লিপিবদ্ধ করা হয়

প্রথম বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়

হাকিম আবু আব্দিল্লাহ মুসতাদরাক কিতাবে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার যে শর্ত আরোপ করেছেন সেই শর্ত মোতাবিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় বিবিধ টুকরার মধ্যে (যেমন মসৃণ পাথর, হাড় ও পাতা) কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করতাম।

দ্বিতীয় বার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সময়

বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) বলেছেন, বহু সংখ্যক হাফিয ও কারী সাহাবা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন বলে সংবাদ পৌঁছলে হযরত উমর (রা.) আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে কুরআন শরীফ একত্রিত করার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে সম্মত করলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উযর পেশ করে বললেন-"যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পন্ন করেননি তা আমি কোনো সাহসে করব?" এদিকে উমর (রা.) বার বার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, এ কাজটি করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন। অতঃপর যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে কুরআন শরীফ জমা করার হুকুম দিলেন। তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করলেন।

তৃতীয় বার হযরত উসমান (রা.) এর সময়

তখন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবের ফলে গঠন পদ্ধতিতে নানা পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। উসমান (রা.) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংকলন পদ্ধতি অনুসারে কুরাইশের কিরাত মুতাবিক কুরআন শরীফ সংকলন করান।

মুসলমান সমাজ উক্ত সংকলন সম্পর্কে একমত এবং এ সংকলনই মুসলমানগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে কোনো রকমের মতপার্থক্য ব্যতিরেকে চলে আসছে। তাই কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার সময় উসমান (রা.)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং তিলাওয়াত করার সময় সেই আওয়াজ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য, যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলে আসছে। কেননা কিরাত বিষয়ের বা কুরআন শরীফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করার মূল অবলম্বন সেই আওয়াজ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে চলে আসছে। শুধু মাখরাজই আসল অবলম্বন নয়। কেননা একই মাখরাজ হতে তিনটি হরফ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়। যেমন- ج – ش – ى

অনুরূপভাবে ت – د – ط একই মাখরাজ হতে বের হয়।

শুধু মাখরাজ পরিচয় করলেই হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কারীগণের মাধ্যমে সনদ পরম্পরায় হরফের যে আওয়াজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

এক হরফের আওয়াজের স্থলে অন্য হরফের আওয়াজ বের করলে কখনও তা দুরুস্ত হবে না এবং একটি হরফকে অন্য একটি হরফের মাখরাজ হতে উচ্চারণ করলেও দুরুস্ত হবে না।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো হরফকে অন্য হরফের আওয়াজে পাঠ করলে কুফরীর আশঙ্কা রয়েছে।

একটি হরফকে সিফাতের দ্বারা অন্য হরফ থেকে আলাদা করা হয়। কেননা সিফাতের বিশেষত্ব হলো হরফগুলোর মধ্যে পরস্পর পার্থক্য সৃষ্টি করা। সুতরাং সিফাতের দিকে লক্ষ্য না করলে হরফগুলো একাকার হয়ে যাবে এবং চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজের মতো অর্থহীন হয়ে পড়বে। মোটকথা এ হরফগুলির আওয়াজের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য করা এবং যে আওয়াজ বিশ্বস্ত মাধ্যমে চলে আসছে তা ঠিক রাখা মুমিনের জরুরী কর্তব্য। এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা কুরআন শরীফকে বিকৃত করারই নামান্তর।

(الله اعلم)

মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী)

سجود التلاوة

সিজদায়ে তেলাওয়াত

কুরআন শরীফে যে ১৪টি আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয়, সেই আয়াতসমূহের স্থান নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

ক্রমিক	সূরা	পারা	আয়াত
১	اَلْاعَرَافْ	৯	২০৬
২	اَلرَّعْدُ	১৩	১৫
৩	اَلنَّحْلُ	১৪	৪৯-৫০
৪	بَنِيْ اِسْرَائِيْلُ	১৫	১০৭-১০৯
৫	مَرْيَمْ	১৬	৫৮
৬	اَلْحَجَّ	১৭	১৮
৭	اَلْفُرْقَانْ	১৯	৬০
৮	اَلنَّمْلَ	১৯	২৫-২৬
৯	اَلسَّجْدَة	২১	১৫
১০	ص	২৩	২৪
১১	حٰمْ اَلسَّجْدَة	২৪	৩৭-৩৮
১২	اَلنَّجْمَ	২৭	৬২
১৩	اَلْاِنْشِقَاقِ	৩০	২১
১৪	اَلْعَلَقَ	৩০	১৯

খতমে কুরআনের দোয়া

কুরআন শরীফ খতম করার পর আমার (অনুবাদকের) ওয়ালিদ মুহতারাম এ দোয়া পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন :

اِجْعَلِ اللّٰهُمَّ ثَوَابَ مَاتَلَوْنَاهُ وَنُوْرَ مَا قَرَأْنَاهُ هَدِيَّةً لِّرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِهِ وَاِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الْقُرَّاءِ
وَالْمُفَسِّرِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ وَسَادَاتِنَا الصُّوْفِيِّيْنَ
الْمُحَقِّقِيْنَ. ثُمَّ اِلٰى رُوْحِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّوَلِيَّةٍ لِّلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ مَّشَارِقِ الْاَرْضِ
وَمَغَارِبِهَا فِيْ بَرِّهَا وَبَحْرِهَا اَيْنَمَا كَانُوْا وَّكَانَ الْكَائِنُ فِيْ عِلْمِكَ وَحَلَّتْ
اَرْوَاحُهُمْ يَا اِلٰهَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا
وَاَسَاتِذَتِنَا وَمَشَائِخِنَا وَمَنْ لَّهُ حَقٌّ عَلَيْنَا - ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اَهْلِ جَنَّةِ
الْمُعَلّٰى وَجَنَّةِ الْبَقِيْعِ وَسَائِرِ اَمْوَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ كَافَّةً عَامَّةً
مَّنْ لَّهُ زَائِرٌ وَّمَنْ لَّا زَائِرَ لَهُ- اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْجَمِيْعَ بِرَحْمَتِكَ وَاَسْكِنَّا
وَاِيَّاهُمْ بِفَسِيْحِ جَنَّتِكَ وَمُحَلِّ رِضْوَانِكَ وَدَارَ كَرَامَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ-
اَللّٰهُمَّ اجْبُرِ انْكِسَارَنَا وَاقْبَلْ اِعْتِذَارَنَا وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ اٰجَالَنَا اَللّٰهُمَّ لَا
تَاْخُذْنَا فِيْ غَفْلَةٍ وَلَا تَجْعَلْنَا فِيْ غِرَّةٍ وَاجْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا عِنْدَ انْتِهَاءِ
اٰجَالِنَا قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ- اَحْيِيْنَا عَلَيْهَا يَا حَيُّ
وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا يَا مُمِيْتُ وَارْفَعْنَا وَانْفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا
بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هٰذَا جَمْعًا مُّبَارَكًا
وَّتَفَرُّقَنَا تَفَرُّقًا طَيِّبًا وَّعَنِ السَّيِّئَاتِ مَعْصُوْمًا.

ইলমে কিরাতের সনদ

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তিন সিলসিলায় কিরাতের সনদ লাভ করেছেন।

প্রথমত : তাঁর উস্তাদ ও মুরশিদ কুতবুল আউলিয়া হযরত মাওলানা আবু ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.), তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খ মাওলানা আব্দুল মজিদ (র.), তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খ মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সিলেটী (র.), তিনি হতে হযরত ইমাম আবু আমর আদ্ দানী (র.) পর্যন্ত কিরাতের সিলসিলা মশহুর।

দ্বিতীয়ত : তার উস্তাদ হযরত হাফিয মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (র.), তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খ ইরকছুছ আল মিসরী (র.), তাঁর উস্তাদ হযরত শায়খুল কুররা আব্দুল্লাহ আল মক্কী (র.), তিনি হতে হযরত ইমাম আবু আমর আদ্ দানী পর্যন্ত কিরাতের সিলসিলা মশহুর।

তৃতীয় : তাঁর উস্তাদ শায়খুল কুররা আহমদ হিজাযী মক্কী (র.), তাঁর উস্তাদ শায়খ আহমদ আদ দারদীর (র.), তিনি হতে ইমাম আবূ আমর আদ্ দানী পর্যন্ত কিরাতের সিলসিলা মশহুর।

হযরত মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী (র.) মাধ্যমে হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কিরাতের সিলসিলা নিম্নরূপঃ
১) হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)। ২) হাফিয মাওলানা আব্দুর রউফ করমপুরী। ৩) শায়খ ইরকছুছ আল মিসরী । ৪) শায়খুল কুররা আব্দুল্লাহ আল মক্কী। ৫) শায়খ ইবরাহীম সা'দ আল মিসরী। ৬) শায়খ হাসান বিন মুহাম্মদ বুদাইর আশ শাফেয়ী।

৭) শায়খ মুহাম্মদ আল মুতাওয়াল্লী । ৮) শায়খ আহমদ আত তিহামী । ৯) শায়খ আহমদ সালমুনা । ১০) শায়খ ইবরাহীম আল উবাইদী। ১১) শায়খ আব্দুর রহমান আল আজহুরী । ১২) শায়খ আহমদ আল বাকারী । ১৩) শায়খ মুহাম্মদ আল বাকারী। ১৪) শায়খ আব্দুর রহমান আল ইয়ামানী। ১৫) শায়খ শাহ্হাযা আল ইয়ামানী। ১৬) শায়খ আব্দুল হক সানবাতী। ১৭) শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারী। ১৮) শায়খ রেদওয়ান আল উকবী। ১৯) শায়খ মুহাম্মদ আন নুওয়াইরী। ২০) ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী। ২১) শায়খ ইবনু লাব্বান । ২২) শায়খ আহমদ ছিহ্র আশশাতবী। ২৩) ইমাম আবূ মুহাম্মদ কাসিম আশশাতবী। ২৪) শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে হুযাইল। ২৫) শায়খ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে নাজ্জাহ। ২৬) ইমাম আবু আমর আদ্দানী। ২৭) শায়খ আবুল হাসান তাহির ইবনে গালবুন। ২৮) শায়খ সালেহ আল-হাশিমী। ২৯) শায়খ আহমদ আল আশনানী। ৩০) শায়খ উবাইদ ইবনুস সাব্বাহ। ৩১) হযরত ইমাম হাফছ। ৩২) হযরত ইমাম আছিম ইবনে আবু নুজুদ আল কুফী। ৩৩) হযরত আবু আবদুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব আস সুলামী এবং যির ইবনে হুবাইশ। ৩৪) আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)। ৩৫) সাইয়্যিদুল মুরসালীন। শাফিউল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ৩৬) হযরত জিব্রাইল (আ.) মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লাওহে মাহফুয হতে।

রঈসুল কুররা আহমদ হিজাযী মক্কী (র)-এর সনদ (আরবী) নিম্নরূপ:

رئيس القراء بمكة المكرمة الشيخ أحمد الحجازى الفقيه رحمة الله عليه وهو قرأ حفظًا على جملة من مشائخه وبعد تمام حفظه جيدًا قرأ مجودًا مرتلا مع جميع الأحكام المطلوبة شرعًا على يد شيخه وأستاذه المرحوم المغفور له شيخ أحمد الدردير قابله الله برحمته الواسعة وهو تلقى عن شيخه بالأزهر الشريف ثم واحد بعد واحد بالتسلسل إلى إمام الأئمة المدقق الشيخ أبي عمرو الداني ﷺ وجعله في أعلى مقام وهو الذي تلقى القرأت السبع المشهورة روايةً رواية من أفواه الأئمة العظام منها رواية حفص المذكورة ثم جمعها ودوّنها فى كتابه المسمّى بالتيسير الذى نظّمه الشيخ الإمام الشاطبي وسماه حرز الأماني ووجه التهاني وهو المشهور الأن بالشاطبية- ثم أن الأمام الداني المذكور رضي الله تعالى عنه أخبر أنه أخذ رواية حفص بالتلقي عن شيخه أبي الحسن وهو قرأ على الهاشمي وهو قرأ على الأشناني وهو قرأ على عبيد وهو قرأ على حفص وهو قرأ على عاصم رضي الله تعالى عنه- فاما حفص فهو حفص بن سليمان الكوفي وكنيته أبو عمرو ولكنه مشهور بحفص وأما عاصم فهو عاصم بن أبى النجود وكنيته أبو بكر وشهرته عاصم وهو تابعي قرأ على عبد الله بن حبيب السلمي و زر بن حبيش الأسدي وهما على عثمان بن عفان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد رضي الله عنهم عن النبي ﷺ وقرأ رسول الله ﷺ على أمين وحي رب العلمين جبرئيل عليه الصلوة والسلام وهو عن اللوح المحفوظ عن رب العزة جل ثنائه وتقدست أسمائه- والله سبحانه تعالى يوفّقنا جميعا لما يحبه ويرضى والله على ما يشأء قدير وبالإجابة جدير- والْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن.

কিতাব প্রসঙ্গে দুটি কথা

শায়খুল হাদীস মাওলানা হবিবুর রহমান ছাহেব

(সাবেক মুহাদ্দিছ সৎপুর কামিল মাদরাসা ও প্রিন্সিপাল ইছামতি কামিল মাদরাসা)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا ووسيلتنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين.

কিতাবখানা সংকলন করেছেন শরীয়ত ও তরীকতের দিক দর্শক, তরীকত পন্থিগণের পথের দিশারী, আলোক বর্তিকা, হক্কুল্লাহ ও হুক্কুল ইবাদ সম্পর্কে সচেতন মন মানসিকতাবিশিষ্ট আলিম, রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন আমাদের উস্তাদ ও মুরশিদ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ ছাহেব ফুলতলী (র.)। তাঁর ছায়া আমাদের উপর বিস্তৃত হোক।

ফুলতলী ছাহেব যে মহান উন্নত সিলসিলার বর্তমান কালের প্রতিনিধি, সেই সিলসিলার উর্ধ্বতন বুযুর্গানে কেরাম নানাবিধ পন্থায় কুরআন শরীফের খেদমত করে গেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকজনের আলোচনা করা উত্তম মনে করছি। স্থানাভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) প্রত্যহ দীর্ঘক্ষণ কুরআন শরীফ তাজবীদ সহকারে পড়াতেন; অতঃপর তরজমা করে লোকদের বুঝিয়ে দিতেন। ইমামুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফের ফার্সি তরজমা করেন। ফলে মুসলমানগণের মধ্যে এক নতুন ঈমানী উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

একদল আলিম তাঁর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং কুরআন শরীফ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করাকে বিদআত বলে ফতোয়া দেন। তাঁরা যথাশক্তি ব্যয় করে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সংস্কারমূলক মহৎ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। প্রকৃত জ্ঞান বিবর্জিত মহলের এ প্রচেষ্টা অবশেষে নিস্ফল প্রমাণিত হয়।

শাহ ছাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করেন।

শাহ আব্দুল আযিয (র.) এর অন্যতম খলিফা মুজাহিদগণের সর্দার সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থেকেও মুসলমানগণকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) এর বিশিষ্ট খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আসাম ও বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যে অবদান রেখে গেছেন, তা সর্বজনবিদিত।

তখনকার দিনে এদেশে (এতদ্দেশীয়) মুসলমানগণ কুরআন শরীফের শিক্ষা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। এমনকি কোনো কোনো বিরাট এলাকায়ও একখণ্ড কুরআন শরীফ পাওয়া যেত না। জৌনপুরী (র.) মুসলমান জনগণকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেন এবং স্বহস্তে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে বিতরণ করেন। তিনি বিবিধ বিষয়ে বহু পুস্তকও রচনা করেন।

কেবলমাত্র তাজবীদ বিষয়ে তাঁর রচিত ৪টি পুস্তক রয়েছে। যথা :

১. শরহে জযরী। ২. শরহে শাতবী।
৩. যিনাতুল কারী। ৪. মাখারিজে হুরুফ।

তাঁর স্বহস্তে লিখিত একখণ্ড কুরআন শরীফ সিলেটের জনৈক আলিম ছাহেবের নিকট এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

কারামত আলী জৌনপুরী (র.)-এর সুযোগ্য সন্তান ও তাঁর খলিফা মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.) অনুরূপভাবে দ্বীন প্রচারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর অন্যতম খলিফা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বুন্দাশিলী বদরপুরী (র.)-এর কুরআন শরীফের খেদমতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি শুধু আলিম ও পীর ছাহেব ছিলেন না বরং সনদপ্রাপ্ত কারীও ছিলেন। ফুলতলী ছাহেবের ইলমে কিরাতের উস্তাদগণের মধ্যে তিনিও একজন। বদরপুরী (র.) তাঁর মুরিদগণকে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ শিক্ষা করার জন্য বিশেষ তাগিদ করতেন।

ফুলতলী ছাহেব দ্বারা ইলমে কিরাতের যে খেদমত অতীতে হয়েছে ও বর্তমানে অব্যাহত আছে, তা সর্বজনবিদিত। তিনি তাজবীদ সহকারে কুরআন শরীফ শিক্ষা দানকে অন্য সব কর্মের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তিনি ভারত বিভক্তির পূর্বে বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক থাকাকালীন আদমখাকী নামক স্থানে কিরাত শিক্ষা দিতেন। ওলিয়ে কামিল মাওলানা

আব্দুর নূর ছাহেব গড়কাপনীও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে এ দরস আরম্ভ হয়। ভারত বিভক্তির পর জকিগন্জ এলাকাধীন বারগাত্তা নামক স্থানে সপ্তাহে একদিন কিরাত শিক্ষা দিতেন। বহু উলামায়ে কেরাম ও মসজিদের ইমামগণ কিরাত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতেন। (অনুরূপভাবে) গাছবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় অবস্থানকালে সেখানেও কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। সৎপুর আলিয়া মাদরাসায়ও সপ্তাহে একদিন কিরাত শিক্ষা দিতেন।

তিনি রামাদ্বান শরীফে সারা মাস শুধুমাত্র কুরআন শরীফ শিক্ষাদানে অতিবাহিত করতেন। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দরস জারি থাকতো। যুহরের পর কিছুক্ষণ তাফসীর বয়ান করতেন।
রামাদ্বান শরীফে ফুলতলী ছাহেববাড়িতে সহস্রাধিক কুরআন শিক্ষার্থী জমায়েত হন। আলিম, ছাত্র, চাকুরীজিবী সব শ্রেণির লোক আসেন।

আল্লাহ তাআলা সমীপে এ খেদমত কবুল হয়েছে। যার ফলস্বরূপ কিরাত প্রশিক্ষণ কর্ম দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে। বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে প্রায় ১৬০০ (এক হাজার ছয়শত) শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে খেদমত চলছে। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর নিকট হতে সনদ লাভ করে এ সকল কেন্দ্রে সুযোগ্য উস্তাদগণ খেদমত করছেন।

উল্লেখিত কেন্দ্রগুলির সমন্বয়ে 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও প্রধান কেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়িতে অবস্থিত। প্রধান কেন্দ্রের আংশিক ব্যয় সংকুলানের জন্য ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তাঁর ভূ-সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ওয়াকফ করেছেন। 'লতিফিয়া কারী সোসাইটি' দারুল কিরাতের একটি মজবুত সংগঠন।
আশা করি ইলমে তাজবীদ বিষয়ে শিক্ষা লাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ কিতাবখানা দ্বারা উপকৃত হবেন।

ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ইলমে কিরাতের সনদ কিতাবখানার শেষাংশে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলজনক মনে করে হাদীস শরীফের সনদ ও তরীকার সনদ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করতেছি।

হাদীস শরীফের সনদ

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) দুই সিলসিলার মাধ্যমে হাদীস শরীফের সনদ লাভ করেছেন।

প্রথমত : আল্লামা ফুলতলী ছাহেব (র.) হাদীস শরীফের সনদ লাভ করেছেন (হিন্দুস্থান রামপুরের) বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা খলীলুল্লাহ রামপুরী (র.) হতে। খলীলুল্লাহ রামপুরী (র.) সনদ লাভ করেন (শায়খুল হাদীস) মাওলানা মনোওর আলী রামপুরী (র.) হতে।

দ্বিতীয়ত : আল্লামা ফুলতলী ছাহেব (র.) হাদীস শরীফের সনদ লাভ করেছেন ভারতবর্ষের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মাওলানা ওজীহ উদ্দিন রামপুরী (র.) হতে। ওজীহ উদ্দিন রামপুরী (র.) সনদ লাভ করেন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) হতে।

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) ও হযরত মাওলানা মনোওর আলী (র.)-এর সনদ মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

তরীকার সনদ

১. আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ তরীকতের (ইলমে তাসাউফের) সনদ লাভ করেছেন ২. মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (বুন্দাশিলী) বদরপুরী (র.) হতে। বদরপুরী ছাহেব সনদ লাভ করেন ৩. মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.) হতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৪. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) হতে। জৌনপুরী (র.) সনদ লাভ করেন ৫. সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) হতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৬. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৭) শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হতে। তিনি সনদ লাভ করেন ৮) শাহ আব্দুর রহীম (র.) এর নিকট হতে। শাহ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত চার তরীকার বিখ্যাত সনদ রয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা উক্ত সিলসিলার শজরার মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর

الانتباه فى سلاسل اولياء الله ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

ফুলতলী ছাহেব তাঁর পীর ও মুর্শিদ মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরীর (র.) অনুমতিক্রমে হিন্দুস্থানস্থ রামপুরের প্রখ্যাত ওলী, রামপুর আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা গোলাম মহি উদ্দিন (র.) এর কাছে চিশতিয়া নেজামিয়া তরীকায় বায়আত গ্রহণ করেন। গোলাম মহি উদ্দিন (র.) মাওলানা শাহ মুশতাক রামপুরীর (র.) খলীফা ছিলেন। তাঁর সিলসিলা খুবই প্রসিদ্ধ।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ১ম খণ্ড (উর্দু)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ২য় খণ্ড (উর্দু)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ৩য় খণ্ড (উর্দু)
- আনওয়ারুছ ছালিকিন (উর্দু)
- শাজারায়ে তায়্যিবা (উর্দু)
- নালায়ে কলন্দর (উর্দু)
- হিযবুল বাহার (অজিফা)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (উর্দু)
- বালাই হাওরের কান্না
- আদর্শ গল্প সংকলন
- চল মুসাফির পাক মদীনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়
- সাধারণ কবিতা
- কদুর উপকারিতা ও মধুর উপকারিতা
- যাকাত প্রসঙ্গে
- দ্বিয়াউন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আংশিক অনুবাদ)
- গাযওয়ায়ে তাবুক
- হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.)-এর [জীবনী]
- হযরত আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবিদীন (রা.)-এর [জীবনী]
- সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরেলবী (র.)-এর [জীবনী]
- ইমাম বুখারী (র.)-এর [জীবনী]
- আনওয়ারুছ ছালিকিন (বঙ্গানুবাদ)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র (আংশিক বঙ্গানুবাদ)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (ইংরেজী)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (বাংলা)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজী)
- রাহগীরে মদীনা মুনাওয়ারা
- চল্লিশ হাদীস
- নামাযের মাসাইল ও দু'আ

ফুলতলী পাবলিকেশন